بسم الله الرحمن الرحيم

"কুরআন ও হাদিসের আলোকে জান্নাতের নেয়ামতসমূহ"

Subject: RAM302

Submitted by

Farjana Yesmin Mitu

Roll: 20102220

6th Semester

Submitted to

USTAZ ABDUL WAHID

IOM

বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহিল কারীম।

যে জন্ম নিয়ে দুনিয়াতে এসেছে সে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে এটাই চির সত্য। কোরআন কারীমে এরশাদ হয়েছে- 'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে'।

আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে ও আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ এবং ২০১ ব্যাচের বোনদের উৎসাহে অবশেষে এই এসাইনমেন্ট করতে সক্ষম হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ।

এই এসাইনমেন্ট করতে পেরে আমি রাহমানুর রাহীমের দরবারে লাখো শুকরিয়া জানাই।

সুচিপত্র

সুচিপত্র

কেয়ামত

আরবী 'কিয়াম' শব্দ থেকে 'কিয়ামত' শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ হচ্ছে- দাঁড়ানো বা থেমে যাওয়া। প্রচলিত অর্থে ভবিষ্যতের কোন এক সময় অনুষ্ঠিতব্য মহাপ্রলয়কে 'কিয়ামত' বলা হয়।

মহাপ্রলয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

অর্থ-"যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, যখন তারাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে, যখন সমুদ্র উথলে উঠবে, যখন কবরগুলো উন্মোচিত করা হবে, তখন প্রত্যেকে জানবে সে আগে কি পাঠিয়েছিল আর পিছনে কি রেখে এসেছে" (সূরা- ইনফিতার, আয়াত- ১-৫)।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে-

অর্থ- "সাত আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তা সেদিন নিস্তেজ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, আর ফেরেশতাগণ আকাশের কিনারায় কিনারায় থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের প্রতিপালকের আরশকে নিজেদের উপর ধারণ করবে; সেদিন তোমাদেকে উপস্থিত করা হবে এবং তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না" (সূরা- হাক্কাহ, আয়াত- ১৬-১৮)।

পবিত্র কুরআনে আরও এরশাদ হয়েছে-

অর্থ-"প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করবো এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। আমি বলব, তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট" (সূরা- বনী ইসরাইল, আয়াত- ১৩-১৪)।

জান্নাত

জান্নাত শব্দের অর্থ উদ্যান, বাগান, সুখময় স্থান ইত্যাদি। পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসানের পর মুমিনের অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সুসজ্জিত আবাস প্রস্তুত করে রেখেছেন তাই হলো জান্নাত বা বেহেশত।

কোরআনের আলোকে জান্নাত

জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন- ‘তোমরা তোমাদের প্রভু পরওয়ারদিগারের ক্ষমা লাভের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও এবং সে জান্নাতের প্রতি যার আয়তন আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সমান।’ (আল ইমরান-১৩৩)

‘হে মুহাম্মদ! আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।’(বাকারা-২৫)।

‘আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের। যার নিম্ন দেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান সেথায় তারা চিরদিন থাকবে। এই চির সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের

স্থান। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর তা হবে তাদের জন্যে সবচেয়ে বড় সাফল্য।'(তাওবা-৭২)

'জান্নাতে তোমাদের মন যা চাইবে তাই দেয়া হবে এবং তোমরা সেখানে যা চাইবে তাই পাবে।'(হা-মীম সিজদা- ৩১)

'মুত্তাকী লোকদের জন্য ওয়াদাকৃত জান্নাতের নমুনা হলো এই যে, তাতে রয়েছে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণাসমূহ, চির সুস্বাদু দুধের প্রবাহ এবং পানকারীদের জন্য বিশেষ স্বাদযুক্ত পানীয়ের প্রবাহ এবং বিশুদ্ধ নহরসমূহ। ঝর্ণাধারা প্রবাহমান হবে স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন মধুর।' (মুহাম্মদ-১৫)

হাদিসের আলোকে জান্নাত

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব নিয়ামত তৈরি করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি এবং কোনো অন্তঃকরণও তা সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অবশ্যই জান্নাতবাসীরা জান্নাতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের থুথু ফেলার, পেশাব-পায়খানা করার কিংবা নাক ঝাড়ার প্রয়োজন হবে না। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, তাদের ভক্ষ্যবস্তুর (পেটে) কি দশা হবে? হুজুর (সা.) বললেন, ঢেকুর ও পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে বের হবে। কিন্তু মেশকের সুগন্ধ বের হবে। আর জান্নাতবাসীর অন্তরে আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ এমনভাবে বেধে দেয়া হবে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস। (অর্থাৎ জান্নাতিরা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতে থাকবে। (মুসলিম)

জান্নাত নিয়ে আরও অসংখ্য হাদীস রয়েছে যা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি।

জান্নাতের স্তর

জান্নাতের স্তর ৮টি

১. জান্নাতুল ফিরদাউস, ২. দারুল মাকাম, ৩. জান্নাতুল মাওয়া, ৪. দারুল কারার, ৫. দারুস সালাম, ৬. জান্নাতুল আদনে, ৭. দারুন নায়ীম ও ৮. দারুল খুলদ।

জান্নাত লাভের উপায়

জান্নাত মুমিনের চূড়ান্ত সফলতা। মহান আল্লাহ তায়লা বলেন,যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলকাম । (সুরা আলে ইমরান : ১৮৫) প্রতিটি মুমিনের শেষ ঠিকানা জান্নাত । জান্নাত অনন্ত সুখের শান্তি সুনিবিড় আধার। জান্নাত যাওয়ার পথ প্রক্রিয়া মহান আল্লাহ অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন । নিম্নে কোরআন ও হাদীসের আলোকে জান্নাত লাভের কয়েকটি উপায় বর্ণনা করা হলো।

১-২. ঈমান ও নেক আমলঃ মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বেহশত লাভের জন্য সর্বপ্রথম ঈমানের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নেক আমল। আর কোরআনের সর্বত্র ঈমানের সাথে নেক আমলের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারা বেহশতের অধিবাসী। (সুরা বাকারা: ৮২)

৩.ত্বাকওয়াঃ ত্বাকওয়া হলো, আল্লাহকে ভয় করে কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করা। অল্পে তুষ্টি এবং পরকালে আত্মার পাথেয় অর্জন করা। ত্বাকওয়া বেহশত লাভের উপায় হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, পরকালে মুত্তাকীগণ বেহশত ও প্রশ্রবণ সমূহের মধ্যে বসবাস করবে। (আল হিজর : ৪৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা দ্রতগতিতে তোমাদের প্রভুর মাগফিরাত ও এমন বেহশতের দিকে অগ্রসর হও ,বেহশত আসমান ও যমীন বরাবর প্রশস্ব, যা মুত্তাকী বা আল্লাহ ভীরু লোকদের জন্য নির্মিত হয়েছে। (সুরা আলে ইমরান : ১৩৩) ত্বাকওয়া সম্পর্কে রাসুল সঃ বলেন, মানুষকে অধিকন্তু যে জিনিস বেহেশতে প্রবেশ করাবে তা হলো , আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্র। (তিরমিযী, ইবনু মাযাহ , ও মুছনাদে আহমদ

৪. আল্লাহ ও তার রাসূল সঃ এর অনুকরণ ও অনুসরণঃ এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা আল্লাহ ও রাসুল সঃ অনুসরণ ও অনুকরণ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমন বেহশত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্মদেশ থেকে ঝরনা বা নহর সমূহ প্রবাহিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে আল্লাহ তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন।(সুরা আল ফাতাহ: ১৭)

৫. জিহাদঃ এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চই আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাাস্তায়, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। (সুরা আত তওবা : ১১১) রাসূল সঃ বলেন, ঋণ ছাড়া শহিদদের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে। (শরহে মুসলিম নবভী : ১৩/৩৩)

৬. তওবাঃ বেহশত লাভের অন্যতম উপায় হলো, তওবা করা। তওবা করলে পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, কিন্তু তারা ব্যতীত যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নেক কর্ম সম্পাদন করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন জুলুম বা অত্যাচার হবে না। (সুরা মারইয়াম: ৬০) রাসূল সঃ বলেন , গুনাহ হতে তওবাকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। (ইবনে মাযাহ হাঃ নং ৩০০৮)

৭. ইস্তেকামাতঃ ইস্তেকামাত হলো আল্লাহর দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা। এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ অতঃপর এ কথার উপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নাই, এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত এটা তাদের কর্মের প্রতিফল। (সুরা আল আহক্কাফ: ১৪)

৮. ইলম শিক্ষা করাঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইলম হাসিল করা। রাসূল সঃ বলেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য কোন রাস্তায় চলে, আল্লাহ তার জন্য বেহশতের রাস্তা সহজ করে দেন। (শরহু মুসলিম নবভী: ১৭/২৪)

৯. মসজিদ নির্মাণঃ রাসুল সঃ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ অনুরুপ ভাবে তার জন্য বেহশত একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (ফতহুল বারী: ১/৫৪৪)

১০. হালাল খাওয়াঃ হালাল খাদ্য গ্রহণকারীরাই নাজাত পাবে তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। রাসুল সঃ বলেছেন যে ব্যক্তি হালাল খেয়েছে সুন্নাহ মোতাবেক আমল করেছে এবং মানুষকে কষ্ট দান থেকে বিরত রয়েছে সেই জান্নাতে যাবে। (তিরমিযী)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুক। আমিন

জান্নাতের ঘ্রাণ

ক) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

. (من قتل معاهدا , لم يرح رائحة الجنة , وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما » . (رواه البخاري »

"যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। আর জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।"

জান্নাতের দরজাসমূহ

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ ٢٣ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ٢٤ ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤]

"স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও। আর ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে এবং বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; আর আখেরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম।"

খ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

﴿ هَٰذَا ذِكۡرٞۚ وَإِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مَـَٔابٖ ٤٩ جَنَّٰتِ عَدۡنٖ مُّفَتَّحَةٗ لَّهُمُ ٱلۡأَبۡوَٰبُ ٥٠ ﴾ [ص: ٤٩، ٥٠]

"এ এক স্মরণ। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস— চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত।"

গ) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ٧٣ ﴾ [الزمر: ٧٣]

"আর যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা জান্নাতের কাছে আসবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের

রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি ‘সালাম’, তোমরা ভাল ছিলে, সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।”

ঘ) ‘উবাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأن محمدا عبده ورسوله , وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه , والجنة حق , والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » . و في رواية : « من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء » . (رواه البخاري و مسلم) .

“যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল; আর ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, তাঁর কালেমা, যা তিনি মারইয়ামের নিকট পরিবেশন করেছেন এবং তিনি (ঈসা আ.) হলেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ (নির্দেশ); আর যে ব্যক্তি আরও সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য, তাহলে সে যে আমল করত, তার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” অপর এক বর্ণনায় আছে: জান্নাতের আটটি দরজার মধ্য থেকে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”

ঙ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله ! هذا خير , فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة , ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد , ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان , ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » . فقال أبو بكر رضي الله عنه : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة , فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ . قال : « نعم , وأرجو أن تكون منهم » . (رواه البخاري و مسلم) .

“যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটা উত্তম। অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ তথা আল্লাহ পথে জিহাদকারী, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়্যান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে সাদকা দানকারী, তাকে সাদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা ও মাতা কুরবান হউক! সকল দরজা থেকে কাউকে ডাকার কোনো আবশ্যকতা নেই, তবে কি কাউকে সকল দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি হবে তাদের মধ্যে একজন।”

চ) খালিদ ইবন ‘উমাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ , وَوَلَّتْ حَذَّاءَ , وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ , يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا , وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لاَ زَوَالَ لَهَا, فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ , فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ , فَيَهْوِى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا , وَوَاللَّهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ , وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً , وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ , وَلَقَدْ رَأَيْتُنِى سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم , مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ , حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا ... » . (رواه مسلم) .

“উতবা ইবন গাযওয়ান আমাদের সামনে ভাষণ দিয়েছেন; তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেছেন; অতঃপর তিনি বলেছেন: নিশ্চয় দুনিয়া তার চলে যাওয়ার জানান দিচ্ছে, দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে, পানি পানকারী ব্যক্তির পাত্রের অবশিষ্ট পানির মত তার সময় সামান্যই বাকি আছে; আর তোমরা নিশ্চিতভাবে দুনিয়ার জগৎ থেকে এমন জগতের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছ, যার কোনো ধ্বংস নেই; সুতরাং তোমাদের সামনে যে ভাল কাজ আছে, তা নিয়ে প্রস্থান কর। কারণ, আমাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, একটি পাথর জাহান্নামের কিনার থেকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, অতঃপর তা নীচের দিকে ধাবিত হবে সত্তর বছর, কিন্তু সে পাথরটি তার (জাহান্নামের) তলার নাগাল পাবে না; আল্লাহর কসম! সেই জাহান্নামকে পূর্ণ করা হবে; তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছ? আর আমাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দুই চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব হবে চল্লিশ বছরের ভ্রমণপথের মত; আর তার (জান্নাতের) সামনে অবশ্যই একদিন আসবে, যেদিনটি ভিড়ের কারণে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করবে; আর অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাকে সাত জনের সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে দেখেছি, যখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো খাবার ছিল না, এমনকি আমাদের দুই গালের অভ্যন্তরস্থ মুখের প্রান্তদেশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে ...।”

ছ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ... وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى » . (رواه البخاري و مسلم) .

“... শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! জান্নাতের দুই চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজরের দূরত্বের মত; অথবা বর্ণনাকারী বলেন: মক্কা ও বসরার দূরত্বের মত।”

জ) সাহল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون » . (رواه البخاري) . و رواه أحمد عن عتبة بن عبد السلمي مرفوعا بلفظ: «الجنة لها ثمانية أبواب , و النار لها سبعة أبواب » .

“জান্নাতের মধ্যে আটটি দরজা রয়েছে, তাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে, তা দিয়ে শুধু সাওম পালনকারীগণই প্রবেশ করবে।” আর আহমদ র. ‘উতবা ইবন আবদ আস-সুলামী থেকে ‘মারফু’ সনদে বর্ণনা করেছন: “জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, আর জাহান্নামের রয়েছে সাতটি দরজা।”

ঝ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ , فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا , إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ , فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا , أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا , أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا » . (رواه مسلم) .

“সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, অতঃপর এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে নি; তবে ঐ ব্যক্তি ক্ষমার বাইরে থাকে, যে ব্যক্তি ও তার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্বেষ বা শত্রুতা রয়েছে; অতঃপর (ফেরেশ্তাদেরকে) বলা হয়: তোমরা এই দু’জনকে পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও, তোমরা এই দু’জনকে পরস্পরের মধ্যে

মিলমিশ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও, তোমরা এই দু'জনকে পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও।"

ঞ) ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ , فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ , ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وحده لا شريك له , وَ أشهد أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ , يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » . (رواه مسلم و الترمذي) .

"তোমাদের যে কেউ পূর্ণরূপে উযু করে এই দো'আ পাঠ করবে: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وحده لا شريك له , وَ أشهد أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল), তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"

সর্বপ্রথম যার জন্য জান্নাত খুলে দেয়া হবে

ক) আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ » . (أخرجه مسلم) .

"কিয়ামতের দিনে নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি এবং আমিই সবার আগে জান্নাতের কড়া নাড়ব।"

খ) আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُول: مُحَمَّدٌ, فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ » . (أخرجه مسلم) .

"কিয়ামত দিবসে আমি জান্নাতের গেইটে এসে দরজা খোলার অনুমতি চাইব। তখন খাজাঞ্চি বলবেন, আপনি কে? আমি উত্তরে বলব, মুহাম্মদ। খাজাঞ্চি বলবেন: 'আপনার জন্যই দরজা খুলতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আপনার পূর্বে অন্য কারোর জন্য দরজা খুলব না'।"

জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী মানুষ

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ٧٣ ﴾ [الزمر: ٧٣]

“আর যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা জান্নাতের কাছে আসবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি ‘সালাম’, তোমরা ভাল ছিলে, সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।”

খ). রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم , فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ , فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا , فَقَالَ : لِمَ تَدْفَعُنِى فَقُلْتُ : أَلاَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! فَقَالَ الْيَهُودِىُّ : إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِى سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ اسْمِى مُحَمَّدٌ الَّذِى سَمَّانِى بِهِ أَهْلِى ». فَقَالَ الْيَهُودِىُّ : جِئْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « أَيَنْفَعُكَ شَىْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ ؟ ». فقَالَ : أَسْمَعُ بِأُذُنَىَّ , فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ مَعَهُ . فَقَالَ : « سَلْ ». فَقَالَ الْيَهُودِىُّ : أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « هُمْ فِى الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ ». قَالَ : فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً ؟ قَالَ : « فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ » . قَالَ الْيَهُودِىُّ : فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : « زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ » . قَالَ : فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا ؟ قَالَ : « يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِى كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا » . قَالَ : فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ : « مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً » . قَالَ صَدَقْتَ » ... (أخرجه مسلم).

গ) “আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম; ইতঃমধ্যে ইয়াহূদীদের এক পণ্ডিত ব্যক্তি এসে বলল: আসসলামু ‘আলাইকুম ইয়া মুহাম্মদ (السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد)! **এরপর আমি তাকে এমন এক ধাক্কা মারলাম যে, সে প্রায় পড়েই গিয়েছিল! তখন সে বলল: তুমি আমাকে ধাক্কা মারলে কেন? জবাবে আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ** (يَا رَسُولَ اللَّهِ)! **বলতে পার না? ইয়াহূদী বলল: আমরা তাঁকে তাঁর পরিবার পরিজন যে নাম রেখেছে, সে নামেই ডাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার নাম মুহাম্মদ, আমার পরিবারের লোকই আমার এই নাম রেখেছে। তারপর ইয়াহূদী বলল: আমি আপনাকে (কয়েকটি কথা) জিজ্ঞাসা করতে এসেছি; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তোমার কী লাভ হবে, যদি আমি কিছু বলি? সে বলল: আমি আমার কান পেতে শুনব; এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে যে লাঠিটি ছিল তা দিয়ে মাটিতে আঁকা-ঝোকা করলেন; তারপর বললেন: জিজ্ঞাসা কর, ইয়াহূদী বলল: যেদিন এক যমীন ও আসমান পাল্টে গিয়ে অন্য যমীন ও আসমানে পরিণত হবে (অর্থাৎ কিয়ামত হবে) সেদিন লোকজন কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম: তারা সেদিন পুলসিরাতের কাছে অন্ধকারে থাকবে। সে বলল: কে সর্ব প্রথম (তা পার হবার) অনুমতি লাভ করবে? তিনি বললেন: দরিদ্র মুহাজিরগণ। ইয়াহূদী বলল: জান্নাতে যখন তারা প্রবেশ করবে, তখন তাদের তোহফা (উপহার) কী হবে? তিনি বললেন: মাছের কলিজার টুকরা। সে বলল: এরপর তাদের সকালের নাস্তা কী হবে? তিনি বললেন: তাদের জন্য জান্নাতে ষাঁড় যবেহ করা হবে, যা জান্নাতের আশে পাশে চরে বেড়াত। সে বলল: এরপর তাদের পানীয় কী হবে? তিনি বললেন: সেখানকার একটি ঝর্ণার পানি, যার নাম ‘সালসাবিল’। সে বলল: আপনি ঠিক বলেছেন। ...।”**

ঘ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« يدخل الفقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم , وهو خمسمائة عام » . (رواه الترمذي) .

“দরিদ্র মুসলিমগণ ধনী মুসলিমগণের অর্ধদিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর সেই অর্ধদিনের পরিমাণ হবে (দুনিয়ার হিসাবে) পাঁচশত বছর।”

ঙ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة : شهيد , وعفيف متعفف , وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه » . (رواه الترمذي) .

“আমাকে প্রদর্শন করানো হয়েছে ঐ তিন ব্যক্তিকে, যারা প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে: শহীদ, সচ্চরিত্রবান পবিত্র ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি, যে সুন্দরভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছে ও তার মনিবদের (কর্তৃপক্ষের) কল্যাণ কামনা করেছে।”

জান্নাতবাসীগণ কর্তৃক জান্নাতে প্রবেশের বিবরণ

ক) আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَأُدۡخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡۖ تَحِيَّتُهُمۡ فِيهَا سَلَٰمٌ ٢٣ ﴾ [ابراهيم: ٢٣]

“আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে স্থায়ী হবে, সেখানে তাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম’।”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحۡمَةٍۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أَنتُمۡ تَحۡزَنُونَ ٤٩ ﴾ [الاعراف: ٤٩]

খ) “এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে রহমতে শামিল করবেন না? (এদেরকেই বলা হবে,) ‘তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না।”

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٣٢ ﴾ [النحل: ٣٢]

গ) “ফিরিশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফিরিশতাগণ বলবে, ‘তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে, তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।”

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ٤٥ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ٤٦ ﴾ [الحجر: ٤٥، ٤٦]

ঘ) "নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও প্রস্রবণসমূহের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা শান্তিতে নিরাপত্তার সাথে এতে প্রবেশ কর'।"

ঙ) সাহল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف , (لا يدري أبو حازم أيهما قال) , متماسكون , آخذ بعضهم بعضا , لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم , وجوههم على صورة القمر ليلة البدر » . (رواه البخاري و مسلم) .

"আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বর্ণনাকারী আবূ হাযেমের নিশ্চিত জানা নেই যে, তিনি উভয় সংখ্যার মধ্যে কোনটি বলেছেন) তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে।"

চ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر , ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة , لا يبولون ولا يتغوطون , ولا يتفلون ولا يمتخطون , أمشاطهم الذهب , ورشحهم المسك , ومجامرهم الألوة الألنجوج عود الطيب , وأزواجهم الحور العين, أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم: ستون ذراعا في السماء» . (رواه البخاري ومسلم).

"সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর যে দল তাদের অনুগামী হবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার মত। তারা না করবে পেশাব, আর না করবে পায়খানা। তাদের থুথু ফেলার প্রয়োজন হবে না এবং তাদের নাক থেকে শ্লেষ্মাও বের হবে না। তাদের চিরণী হবে স্বর্ণের তৈরি। তাদের ঘাম হবে মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ধূপদানি বা আগরদানি হবে সুগন্ধযুক্ত চন্দন কাঠের। ডাগড় চক্ষু বিশিষ্টা হূরগণ হবে তাদের স্ত্রী। তাদের সকলের দেহের গঠন হবে একই রকম। তারা সকলেই তাদের আদি পিতা আদম আ. এর আকৃতিতে হবে। উচ্চতায় তাদের দেহের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত।"

অপর এক বর্ণনায় এসেছে:

« ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن , ولا اختلاف بينهم ولا تباغض , قلوبهم قلب رجل واحد , يسبحون الله بكرة وعشيا » . (رواه البخاري و مسلم).

ছ) "আর তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত থাকবে। তারা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।"

জ) মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« يدخل أهل الجنة الجنة جردا , مردا , مكحلين , أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة » . (رواه الترمذي) .

“জান্নাতবাসীগণ পশমহীন শরীর, দাড়ি-গোঁফবিহীন মুখ, সুরমা দেয়া চোখের মত কাজল কালো চোখ এবং ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর বয়সের যুবক অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

ঝ) মিকদাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ما من أحد يموت سقطًا ولا هرمًا , وإنما الناس فيما بين ذلك , إلا بعث ابن ثلاثين سنة , فمن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم , وصورة يوسف , وقلب أيوب , ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال » . (رواه البيهقي و الطبراني) .

“যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে মায়ের পেট থেকে মৃত ভুমিষ্ট হয়ে, অথবা বৃদ্ধ বয়সে, আর মানুষ তো এতদোভয়ের মাঝেই হয়ে থাকে, তাদেরকেই পুনরায় জীবিত করা হবে তেত্রিশ বছরের যুবক হিসেবে। অতঃপর তাদের মধ্যে যে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে হবে পরিমাপে আদম আ. এর মত, চেহারা-ছবিতে ইউসুফ আ. এর মত এবং অন্তরের দিক থেকে আইয়ুব আ. এর মত। আর সে যদি জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার পুনরুত্থান হবে পাহাড়ের মত বিশাল আকারের শরীর নিয়ে।”

সর্বনিম্ন মানের জান্নাতবাসীর মর্যাদা

ক) মুগীরা ইবন শো‘বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِى الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ. قَالَ رَبِّ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِى وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » . (رواه مسلم) .

“একবার মূসা আলাহিসসালাম তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জান্নাতে সবচেয়ে নিম্নস্তরের লোকটি কে হবে? আল্লাহ বললেন: সে হল এমন এক ব্যক্তি, যে জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর আসবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে: হে প্রতিপালক! তা কিরূপে হবে? জান্নাতীগণ তো নিজ নিজ আবাসের অধিকারী হয়ে গেছেন। তারা তাদের প্রাপ্য নিয়েছেন। তাকে বলা হবে: পৃথিবীর কোনো সম্রাটের সাম্রাজ্যের সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে: হে প্রভু! আমি এতে খুশি। আল্লাহ বলবেন: তোমাকে উক্ত পরিমাণ সম্পদ দেয়া হল, সাথে দেয়া হল আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ ; পঞ্চমবারে সে বলে উঠবে, আমি পরিতৃপ্ত, হে আমার রব! আল্লাহ বলবেন: আরও দশগুণ দেয়া হল। এ সবই তোমার জন্য। তাছাড়া তোমার জন্য রয়েছে এমন জিনিস, যার দ্বারা মন তৃপ্ত হয়, চোখ জুড়ায়। লোকটি বলবে: হে আমার প্রভু! আমি পরিতৃপ্ত। মূসা আ. বললেন: হে আমার রব! তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ কে? আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: এরা তারাই, যাদেরকে আমি পছন্দ করে নিয়েছি, তাদের মর্যাদা আমি নিজহাতে চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি, তারপর তাতে মোহর মেরে রেখেছি, তাতে এমন জিনিস তাদের জন্য রেখেছি, যা কোন চক্ষু কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি এবং কারও অন্তরে কখনও কল্পনারও উদয় হয়নি।”

জান্নাতের স্তরসমূহ

ক) আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَأۡتِهِۦ مُؤۡمِنٗا قَدۡ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلۡعُلَىٰ ٧٥ ﴾ [طه: ٧٥]

“আর যারা তাঁর কাছে সৎকর্ম করে মুমিন অবস্থায় আসবে, তাদের জন্যই রয়েছে উচ্চতম মর্যাদা।”

খ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

كُلّٗا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنۡ عَطَآءِ رَبِّكَۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا ٢٠ ٱنظُرۡ كَيۡفَ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ وَلَلۡأٓخِرَةُ أَكۡبَرُ دَرَجَٰتٖ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلٗا ٢١ ﴾ [الاسراء: ٢٠، ٢١]

“তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন; আর তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে ওদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, আর আখেরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।”

গ) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ دَرَجَةٗۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٩٥ دَرَجَٰتٖ مِّنۡهُ وَمَغۡفِرَةٗ وَرَحۡمَةٗۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ٩٦ ﴾ [النساء: ٩٥، ٩٦]

“মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এসব তাঁর কাছ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”

ঘ) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١ ﴾ [المجادلة: ١١]

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।”

ঙ) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَ ٱللَّهِ كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ١٦٢ هُمۡ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ ١٦٣ ﴾ [ال عمران: ١٦٢، ١٦٣]

“আল্লাহ যেটাতে সন্তুষ্ট, যে তারই অনুসরণ করে, সে কি ওর মত, যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস? আর সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! আল্লাহর কাছে তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে, আল্লাহ সেসব ভালভাবে দেখেন।”

চ) আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم » . قالوا : يا رسول الله ! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال : « بلى ؛ والذي نفسي بيده ؛ رجال آمنوا بالله , وصدقوا المرسلين » . (رواه البخاري و مسلم).

"অবশ্যই জান্নাতবাসীগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল দীপ্তমান তারকা দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার ব্যবধানের কারণে। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এ তো নবীগণের জায়গা। তাঁদের ছাড়া অন্যরা তথায় পৌঁছতে পারবে না। তিনি বললেন: হ্যাঁ, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তারা এমন কিছু লোক যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছে (তারা সেখানে পৌঁছতে পারবে)।"

ছ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض , فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » . (رواه البخاري).

"আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন। দু'টি স্তরের মধ্যে ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায়। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কারণ, এটাই হল সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত।"

জ) আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« أصيب الحارثة يوم بدر وهو غلام , فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه و سلم , فقالت يا رسول الله ! قد عرفت منزلة حارثة مني , فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب , وإن تكن الأخرى , تر ما أصنع ؟ فقال : ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة , وإنه في جنة الفردوس» . (رواه البخاري).

"বদরের যুদ্ধের দিন হারেসা রা. শহীদ হলেন, আর তখন তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তাঁর মা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাথে হারিসার স্থান সম্পর্কে আপনি তো অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতী হয়, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং সাওয়াব মনে করব। আর যদি অন্য কিছু হয়, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আমি কি করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমার জন্য আফসোস! অথবা তুমি কি বেওকুফ হয়ে গেল! জান্নাত কি একটা নাকি? জান্নাত তো অনেক। আর সেই হারেসা তো রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউসের মাঝে।"

ঝ) আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن أهل الدرجات العلي ليراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء , وان أبا بكر وعمر منهم وأنعما » . ((رواه أحمد و الترمذي).

“নিশ্চয়ই (জান্নাতের) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে যারা তাদের থেকে নিম্নস্তরে অবস্থান করবে তারা তাদেরকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের উচ্চ দিগন্তে উজ্জ্বল দীপ্তমান তারকা দেখতে পাও। আর আবূ বকর ও ওমর রা. তাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা উভয়ে সে নে‘আমতে প্রবেশ করবে, আর তাদের জন্য সেটা যথাযথ।”

ঞ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ان الله عز و جل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة , فيقول : يا رب ! أنى لي هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » . (رواه أحمد) .

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের মধ্যে সৎ বান্দার মর্যাদাকে সুউচ্চ ও সমুন্নত করবেন; অতঃপর সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক! আমার এই মর্যাদা কিভাবে হল? তখন তিনি বলবেন: তোমার সন্তান কর্তৃক তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে।”

ট) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ , وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا , فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا » . (رواه أبو داود و الترمذي) .

“(কিয়ামতের দিন) কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে: কুরআন পড় এবং জান্নাতের মানযিলে আরোহন কর এবং থেমে থেমে কুরআন পড়তে থাক যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। কারণ, জান্নাতে তোমার স্থান (মানযিল) হবে সেই শেষ আয়াতটি শেষ করা পর্যন্ত, যা তুমি পড়ছ।”

ঠ) ফাদালা ইবন ‘উবাইদ এবং তামীম আদ-দারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« من قرأ عشر آيات فى ليلة ؛ كتب له قنطار , والقنطار خير من الدنيا وما فيها , فإذا كان يوم القيامة ؛ يقول ربك عز و جل : اقرأ وارق بكل آية درجة, حتى ينتهى إلى آخر آية معه , يقول الله عز و جل للعبد: اقبض , فيقبض, فيقول العبد بيده : يا رب ! أنت أعلم . فيقول : بهذه الخلد وبهذه النعيم» . (رواه الطبراني) .

“যে ব্যক্তি রাত্রে (আল-কুরআনের) দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার জন্য এক ‘কিনতার’ (সাওয়াব) লিখে দেয়া হবে; আর এক ‘কিনতার’ দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম; সুতরাং যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: তুমি পড় এবং প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদার সিড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠ, এভাবে করে সে যখন তার আয়ত্তে থাকা সর্বশেষ আয়াত পাঠ করবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন: গ্রহণ কর, তখন সে গ্রহণ করবে, তখন বান্দা তার হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলবে, হে রব! আপনি ভালো জানেন, (আমি কি গ্রহণ করব?) তখন তিনি বলবেন: এ স্থায়ী জীবন থেকে আর এ সুখের জীবন থেকে।”

জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদপূর্ণ স্থান

ক) আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ » فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».

“যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন তোমরা সে যা বলে তাই বলবে। তারপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। কারণ, যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তা‘আলা তার বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। পরে আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসীলার দো‘আ করবে। ওসীলা হল হল জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোন এক বান্দাকে দেয়া হবে। আমি আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। যে আমার জন্য ওসীলার দো‘আ করবে, তার জন্য আমার শাফা‘আত বৈধ হয়ে যাবে।”

জান্নাতের ভিত্তি ও তার মাটি

ক) আদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة ؟ فقال : من يدخل الجنة حيّ فيها و لا يموت , و ينعم فيها و لا ييأس , لا تبلى ثيابه و لا يفنى شبابه . قيل : يا رسول الله ! ما بناؤها ؟ قال : «لَبِنةٌ من ذهبٍ , ولبنةٌ من فضةٍ , وملاطُها المِسْكُ، وتُرابُها الزعفَران , وحصباؤها اللؤْلؤ والياقوتُ» . (رواه الطبراني) .

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল? জবাবে তিনি বললেন: যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি তাতে চিরজীবন লাভ করবে এবং সে মৃত্যুবরণ করবে না; সে তাতে সুখ-শান্তি লাভ করবে এবং দুঃখিত ও চিন্তিত হবে না; তার পোষাক-পরিচ্ছদ পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনও বিলুপ্ত হবে না। জিজ্ঞাসা করা হল: হে আল্লাহর রাসূল! তার (জান্নাতের) অবকাঠামো কি ধরনের? জবাবে তিনি বললেন: একটি ইট হল স্বর্ণের, আর অপর ইটটি হল রৌপ্যের, তার প্লাস্টার হল মিশক, তার মাটি হল জা‘ফরান এবং তার কঙ্কর বা পাথরকুচিসমূহ হল মুক্তা ও ইয়াকূত (নীলকান্ত মণি)।”

খ) সাহল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا » . (رواه الطبراني) .

“নিশ্চয়ই দুনিয়াতে তোমাদের পশুগুলোর চারণভূমির মত করে জান্নাতের মধ্যে মিশকের একটি চারণভূমি থাকবে।”

গ) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবূ যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ... دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك » . (رواه البخاري) .

“... আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, তখন তাতে দেখি অনেকগুলো মুক্তার গম্বুজ এবং তার মাটিসমূহ মিশক মিশ্রিত।”

জান্নাতের প্রাসাদ, কক্ষ ও তাঁবুসমূহ

ক) আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

[٧٢ :وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ﴾ [التوبة ﴿

“আরও (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম বাসস্থানের।”

খ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

[٣٧ :وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ٣٧ ﴾ [سبا ﴿

“আর তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।”

গ) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

أُوْلَٰٓئِكَ يُجۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوۡنَ فِيهَا تَحِيَّةٗ وَسَلَٰمًا ٧٥ ﴾ [الفر ﴿

"তারাই, যাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। আর তারা প্রাপ্ত হবে সেখানে অভিবাদন ও সালাম।”

ঘ) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

[٢٠ :لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ غُرَفٞ مِّن فَوۡقِهَا غُرَفٞ مَّبۡنِيَّةٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ ٱلۡمِيعَادَ ٢٠ ﴾ [الزمر ﴿

“তবে যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ যার উপর নির্মিত আরো প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেন না।”

ঙ) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

[٧٢ :حُورٞ مَّقۡصُورَٰتٞ فِي ٱلۡخِيَامِ ٧٢ ﴾ [الرحمن ﴿

“তারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা।”

চ) আবূ মূসা আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ , طُولُهَا سِتُّونَ مِيلاً , لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ , يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ , فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا » . (رواه البخاري و مسلم).

“নিশ্চয়ই মুমিনদের জন্য জান্নাতের মধ্যে ফাঁপা মূর্তির একটি তাঁবু থাকবে; আকাশের দিকে এর উচ্চতা হবে ষাট মাইল। তাতে মুমিনের পরিবার-পরিজন থাকবে, তাদের কাছে মুমিন ব্যক্তিগণ যাবে, তবে তাদের একজন অপরজনকে দেখতে পাবে না।”

ছ) আবূ মালেক আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها , وباطنها من ظاهرها , أعدها الله لمن أطعم الطعام , وألان الكلام , وتابع الصيام , وصلى بالليل والناس نيام» . (رواه أحمد و ابن حبان).

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে একটি কক্ষ থাকবে, যার ভিতর থেকে বহির্ভাগ দেখা যাবে এবং বহির্ভাগ থেকে তার ভিতরভাগ দেখা যাবে; আল্লাহ তা‘আলা তা তৈরি করেছেন ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অপরকে খাদ্য দান করে, নরম সুরে কথা বলে, সাওম পালন করে এবং মানুষ যখন ঘুমায় তখন সে সালাত আদায় করে।”

জ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« أتى جبريل النبي صلى الله عليه و سلم , فقال : يا رسول الله ! هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب , فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني , وبشرها ببيت في الجنة من قصب , لا صخب فيه ولا نصب » . (رواه البخاري و مسلم).

“জিবরাঈল আ. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ঐ যে খাদিজা রা. একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় রয়েছে; যখন তিনি পৌঁছে যাবেন, তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন, আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি সুরম্য প্রাসাদের সুসংবাদ দিবেন, যার ভিতরদেশ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার হট্টগোল এবং থাকবে না কোন প্রকার ক্লেশ ও ক্লান্তি।”

ঝ) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها , بنى الله له بيتا في الجنة » . (رواه أحمد).

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মাসজিদ নির্মাণ করল, যদিও তা তিতির পাখির ডিম পাড়ার উদ্দেশ্যে করা গর্তের মত হউক না কেন, তবে আল্লাহ তা‘আলা সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর তৈরি করে রাখবেন।”

ঞ) মুমিন জননী উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ » . (رواه مسلم).

“যে কোন মুসলিম বান্দা ফরয ব্যতীত দৈনিক অতিরিক্ত বার রাকা‘আত সালাত আল্লাহর উদ্দেশ্য আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন অথবা বলেছেন, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করা হবে।”

ট) আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« دخلت الجنة , فإذا أنا بقصر من ذهب , فقلت : لمن هذا القصر ؟ قالوا : لشاب من قريش , فظننت أني أنا هو , فقلت : ومن هو ؟ قالوا : عمر بن الخطاب » . (رواه البخاري و مسلم).

"আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম; তখন আমি আমাকে একটি স্বর্ণের প্রাসাদের নিকট দেখতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এই প্রাসাদটি কার জন্য? তারা বলল: কুরাইশ বংশের এক যুবকের জন্য; তখন আমি ধারণা করলাম যে, আমিই সেই ব্যক্তি; তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কে সেই যুবক? তারা বলল: ওমর ইবনুল খাত্তাব।"

ঠ) আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار , فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا , حتى إذا نقوا وهذبوا , أذن لهم بدخول الجنة , فوالذي نفس محمد صلى الله عليه و سلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا » . (رواه البخاري).

"মুমিনগণ যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলের উপর তাদের আটকে রাখা হবে। তখন পৃথিবীতে একের প্রতি অন্যের যা যা জুলুম ও অন্যায় ছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের পরে যখন তারা পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সুতরাং সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার আবাসস্থল যেভাবে চিনত, তার চেয়ে অধিক সহজে তার জান্নাতের আবাসস্থল চিনতে পারবে।"

জান্নাতের নদী ও ঝর্ণাসমূহ

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ ﴾ [البقرة: ٢٥]

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।"

খ) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۖ فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأَنۡهَٰرٞ مِّن لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ خَمۡرٖ لَّذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗىۖ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ﴾ [محمد: ١٥]

"মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত: তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল।"

গ) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٖ ٥١ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ ٥٢ ﴾ [الدخان: ٥١، ٥٢]

"নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে— উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে।"

ঘ) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ فِيهِمَا عَيۡنَانِ تَجۡرِيَانِ ٥٠ ﴾ [الرحمن: ٥٠]

“উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ।”

ঙ) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ فِيهِمَا عَيۡنَانِ نَضَّاخَتَانِ ٦٦ ﴾ [الرحمن: ٦٦]

“উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ।”

চ) মু‘য়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن في الجنة بحر الماء , وبحر العسل , وبحر اللبن , وبحر الخمر , ثم تشقق الأنهار بعد» . (رواه الترمذي) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে থাকবে পানির সমুদ্র, মধুর সমুদ্র, দুধের সমুদ্র এবং মদের সমুদ্র; অতঃপর নদী-নালার ব্যবস্থা করা হবে।”

ছ) আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« الكوثر نهر في الجنة , حافتاه من ذهب , ومجراه على الدر والياقوت , تربته أطيب من المسك , وماؤه أحلى من العسل , وأبيض من الثلج » . (رواه الترمذي و ابن ماجه) .

“কাউসার হচ্ছে জান্নাতের মধ্যকার একটি নদী; তার পার্শ্বদেশ বা কিনারা হল স্বর্ণের; তার স্রোতধারা বা নালা হল মণিমুক্ত ও ইয়াকুতের উপর; তার মৃত্তিকা হল মিশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধময়; তার পানি হবে মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি ও বরফের চেয়ে অধিক সাদা।”

জ) আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف , قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك , فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر » . (رواه البخاري) .

“আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এমন সময় এক ঝর্ণার কাছে আসার পর দেখি যে তার দু’টি ধারে ফাপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এটা কী? তিনি বললেন: এটা ঐ কাউসার, যা আপনার প্রভু আপনাকে দান করেছেন। তখন দেখতে পেলাম যে, তার মাটিতে অথবা ঘ্রাণে ছিল উৎকৃষ্ট মানের মিশকের সুগন্ধি। (বর্ণনাকারী হুদবা র. সন্দেহ করেছেন)।”

ঝ) আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما الكوثر ؟ قال : ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن , وأحلى من » العسل , فيها طير أعناقها كأعناق الجزر منها » . قال عمر : إن هذه لناعمة . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أكلتها أحسن منها » . (رواه الترمذي) .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল: কাওসার কি? তিনি বললেন: এটা একটা ঝর্ণা বা নদী, যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে জান্নাতের মধ্যে দান করবেন, যা দুধের চেয়ে অনেক বেশি সাদা এবং মধুর চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি; তাতে (জান্নাতে) এমন সব পাখি থাকবে, যেগুলোর ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত।" উমর রা. বললেন: নিশ্চয়ই মোটা তরতাজা চিত্তাকর্ষক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তা যারা খাবে তারা হবে আরও বেশি সুন্দর ও উত্তম বা চিত্তাকর্ষক।"

ঞ) সাম্মাক র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أنه لقي عبد الله بن عباس بالمدينة بعدما كف بصره , فقال يا ابن عباس ! ما أرض الجنة ؟ قال : مرمرة بيضاء من فضة كأنها » مرآة . قلت : ما نورها ؟ قال : ما رأيت الساعة التي يكون فيها طلوع الشمس؛ فذلك نورها , ألا إنه ليس فيها شمس ولا زمهرير . قلت : فما أنهارها ؟ أفي أخدود ؟ قال : لا , ولكنها تجري على أرض الجنة مستكنة , لا تفيض ها هنا ولا ها هنا , قال الله لها : كوني ! فكانت . قلت : فما حلل الجنة ؟ قال : فيها شجرة فيها ثمر كأنه الرمان , فإذا أراد ولي الله منها كسوة انحدرت إليه من غصنها , فانفلقت له عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوان , ثم تنطبق فترجع كما كانت » .

"তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. এর দৃষ্টি শক্তি লোপ পাওয়ার পর তাঁর সাথে মদীনাতে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি বলেন: হে ইবনু আব্বাস! জান্নাতের ভূমি কেমন হবে? জবাবে তিনি বললেন: তা হবে রৌপ্যের চেয়ে সাদা মার্বেল (মরমর) পাথরের, মনে হবে যেন আয়নার মত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তার আলো কেমন হবে? জবাবে তিনি বললেন: তুমি সূর্যোদয় হওয়া অবস্থার যে সময়টি লক্ষ্য করেছ, সেটাই হল তার আলো; তবে সেখানে সূর্য প্রখরতাপ কিংবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা কোনটাই থাকবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তার নদীগুলোর অবস্থা কেমন হবে? সেগুলো কি গর্তের মধ্যে হবে? জবাবে তিনি বললেন: না, বরং সেগুলো প্রবাহিত হবে জান্নাতের ভূমির উপর দিয়ে লুক্কায়িত (সুপ্ত) অবস্থায়, এখান সেখান দিয়ে (যত্র-তত্র সীমালঙ্ঘন করে) প্রবাহিত হবে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে উদ্দেশ্য করে বলবেন: হও! তখন হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তারপর জান্নাতের পোশাক-পরিচ্ছদগুলোর অবস্থা কেমন হবে? জবাবে তিনি বললেন: সেখানে গাছ থাকবে, তাতে আনারের মত ফল থাকবে; তারপর যখন আল্লাহর বন্ধু ব্যক্তি সেখানকার (জান্নাতের) পোশাক-পরিচ্ছদ বা কাপড় পরিধানের ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন সেই গাছের ডাল থেকে তার নিকট তা নেমে আসবে, তারপর তা তার জন্য সত্তরটি রং বেরং –এর পোশাকে পরিণত হবে; অতঃপর গাছটি মিলে যাবে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে।"

ট) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

الشهداء على بارق نهر بباب الجنة , في قبة خضراء , يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا » . (رواه أحمد) » .

"শহীদগণ জান্নাতের দরজায় অবস্থিত চকচকে নদীর তীরে সবুজ গম্বুজ বা তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছে; তাদের নিকট জান্নাত থেকে সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রিযিক বের হয়ে আসে।"

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযের বিবরণ

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ٣ ﴾ [الكوثر :١، ٣]

"নিশ্চয় আমরা আপনাকে কাউছার দান করেছি। কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।"

খ) আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনিল 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« حوضي مسيرة شهر , ماؤه أبيض من اللبن , وريحه أطيب من المسك , وكيزانه كنجوم السماء , من شرب منها فلا يظمأ أبدا » . (رواه البخاري) .

"আমার হাউয (হাউযে কাউসার) এক মাসের দূরত্ব সমান (বড়) হবে; তার পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা; তার ঘ্রাণ হবে মিশকের চেয়ে বেশি সুগন্ধযুক্ত এবং তার পাত্রগুলো হবে আকাশের তারকার মত অধিক। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।"

গ) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن , وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء » . (رواه البخاري و مسلم) .

"আমার হাউযের পরিমাণ হল ইয়ামানের আয়লা ও সান'আ নামক স্থানদ্বয়ের দূরত্বের সমান; আর তার পানপত্রসমূহ আকাশের তারকারাজির সংখ্যাতুল্য।"

ঘ) আবূ হাযেম র. থেকে বর্ণিত, তিনি সাহল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أنا فرطكم على الحوض , من مر علي شرب , ومن شرب لم يظمأ أبدا, ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني , ثم يحال بيني وبينهم » . قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش , فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت نعم , فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها : « فأقول : إنهم مني , فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي » . (رواه البخاري و مسلم) .

"আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে পৌঁছব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে; আর যে (হাউযের) পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব, আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার এবং তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তৈরি করে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী আবূ হাযিম বলেন: নুমান ইবন আবূ 'আইয়্যাশ আমার কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করার পর বললেন, তুমিও কি সাহল থেকে এরূপ শুনেছ? তখন আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আমি আবূ সা'ঈদ খুদরী রা. সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তার কাছ থেকে এতটুকু অতিরিক্ত শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি তখন বলব: এরা তো আমারই উম্মত; তখন বলা হবে, তুমি তো

জান না, তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তিকলাপ করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আমি বলব: আমার পরে যারা দীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকুক।"

ঙ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة , ومنبري على حوضي » . (رواه البخاري و مسلم) .

"আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউযের উপর অবস্থিত।"

চ) আসমা বিনত আবি বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إني على الحوض , حتى أنظر من يرد علي منكم , وسيؤخذ ناس دوني , فأقول : يا رب ! مني ومن أمتي . فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك ؟ والله , ما برحوا يرجعون على أعقابهم » . فكان ابن أبي مليكة يقول : اللهم! إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا , أو نفتن عن ديننا » . (رواه البخاري و مسلم) .

"নিশ্চয়ই আমি হাউযের তীরে থাকব। যাতে করে তোমাদের মাঝ থেকে যারা আমার কাছে আসবে, আমি তাদেরকে দেখতে পাই। তখন কিছু লোককে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে; তখন আমি বলব: হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার লোক, এরা আমার উম্মত। তখন বলা হবে: তুমি কি জান তোমার পরে এরা কি সব করেছে? আল্লাহর কসম! এরা দীন থেকে সর্বদাই পশ্চাদমুখী হয়েছিল।"

তখন ইবন আবি মুলায়কা বললেন: হে আল্লাহ! দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা থেকে অথবা দীনের ব্যাপারে ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

ছ) আবূ যর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

« قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : « وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا , أَلاَ فِى اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ , آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ , يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ , مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ , عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ , مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ , مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ , وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ » . (رواه مسلم) .

"আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! হাউযের পাত্র সংখ্যা কত হবে? জবাবে তিনি বললেন: "যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! সেই হাউযের পাত্র এমন রাতের আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজির চেয়েও বেশি, যার অন্ধকারে কোন পরিবর্তন ঘটে না। ঐ পাত্র জান্নাতেরই পাত্র; যে ব্যক্তি ঐ পাত্র থেকে পান করবে, সে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না। ঐ হাউযের মধ্যে জান্নাত থেকে প্রবাহিত দু'টি নালার সংযোগ রয়েছে। যে ব্যক্তি ঐ হাউয থেকে পান করবে, সে আর পিপাসার্ত হবে না। সেই হাউযের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে, সেই হাউযের প্রশস্ততা আম্মান থেকে আয়লার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সেই হাউযের পানি দুধের চেয়ে বেশি সাদা এবং মধুর চেয়ে বেশি মিষ্টি।"

জ) সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« حوضي ما بين عدن إلى عمان , ماؤه أحلى من العسل , و أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ , و أكوابه كنجوم السماء , من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا , أول الناس عليّ ورودا فقراء المهاجرين , الشعث رؤوسا , الدنس ثيابا , الذين لا تفتح لهم أبواب السدد , لا ينكحون المنعمات , والذين يعطون كل الذي عليهم , ولا يعطون الذي لهم » .

“আমার হাউযের বড়ত্ব ‘আদন’ থেকে ‘আম্মান’ পর্যন্ত দূরত্বের সমান; তার পানি মধুর চেয়ে বেশি মিষ্টি, দুধের চেয়ে অনেক বেশি সাদা, তার পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির মত; যে ব্যক্তি তার থেকে পান করবে, সে আর কোন দিন পিপাসার্ত হবে না। আমার নিকট সর্বপ্রথম আগমনকারী ব্যক্তি হবে হতদরিদ্র মুহাজিরগণ, যাদের এলোমেলো মাথা ও মলিন পোশাক, যাদের জন্য ন্যায্য দরজাসমূহ খোলা হয় না, যারা প্রাচুর্যশালী নারীদেরকে বিয়ে করতে সক্ষম হয় না; আর যাদের কাছ থেকে তাদের উপর ন্যস্ত যাবতীয় বস্তু আদায় করে নেওয়া হয়, অথচ তাদের অধিকার সঠিকভাবে তাদেরকে দেয়া হয় না।”

ঝ) ‘উকবা ইবন ‘আমের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوما , فصلى على أهل أحد صلاته على الميت , ثم انصرف على المنبر , فقال : « إني فرط لكم , وأنا شهيد عليكم , وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن , وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض , وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي , ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها » . (رواه البخاري و مسلم) .

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বের হলেন এবং ওহুদ যুদ্ধে শহীদদের প্রতি জানাযার সালাতের মত করে সালাত আদায় করলেন; অতঃপর তিনি মিম্বরে ফিরে এসে বললেন: “নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য হাউযের কিনারে আগে পৌঁছব। নিশ্চয় আমি তোমাদের (কার্যাবলীর) সাক্ষী হব। আল্লাহর কসম! আমি এই মুহূর্তে আমার হাউয দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্ব ভাণ্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে, অথবা (বলেছেন) বিশ্বের চাবি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার মৃত্যুর পর তোমরা শির্ক করবে এ ভয় করি না; তবে তোমাদের সম্পর্কে আমার ভয় হয় যে, দুনিয়া অর্জনে তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে।”

জান্নাতের বৃক্ষ

ক) আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ ٢٧ فِي سِدۡرٖ مَّخۡضُودٖ ٢٨ وَطَلۡحٖ مَّنضُودٖ ٢٩ وَظِلّٖ مَّمۡدُودٖ ٣٠ وَمَآءٖ مَّسۡكُوبٖ ٣١ وَفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ ﴾ [الواقعة: ٢٧، ٣٢]

“আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যাতে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ এবং কাঁদি ভরা কলা গাছ; আর সম্প্রসারিত ছায়া; আর সদা প্রবাহমান পানি এবং প্রচুর ফলমূল।”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ٤٦ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٧ ذَوَاتَآ أَفۡنَانٖ ٤٨ ﴾ [الرحمن: ٤٦، ٤٨]

“আর যে তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট।”

খ) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ٦٢ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٣ مُدۡهَآمَّتَانِ ٦٤ ﴾ [الرحمن: ٦٢، ٦٤]

“এ উদ্যান দুটি ছাড়া আরো দুটি উদ্যান রয়েছে। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? ঘন সবুজ এ উদ্যান দু’টি।”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي ظِلَٰلٖ وَعُيُونٖ ٤١ ﴾ [المرسلات: ٤١]

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণবহুল স্থানে।”

গ) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن في الجنة شجرة , يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » . إن شئتم فاقرؤوا : ﴿ وَظِلّٖ مَّمۡدُودٖ ٣٠ وَمَآءٖ مَّسۡكُوبٖ ٣١ ﴾ » (رواه البخاري) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে, যার ছায়ার মাঝে একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবুও বৃক্ষের ছায়াকে অতিক্রম করতে পারবে না। যদি তোমরা চাও, তাহলে তোমরা পাঠ কর: (আর সম্প্রসারিত ছায়া এবং সদা প্রবাহমান পানি)।”

ঘ) আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن في الجنة لشجرة , يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها» . (رواه البخاري و مسلم) .

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে, যার ছায়ায় উৎকৃষ্ট, উৎফুল্ল ও দ্রুতগামী অশ্বের একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবুও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।”

ঙ) আসমা বিনত আবি বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিদরাতুল মুন্তাহার ব্যাপারে আলোচনা করতে শুনেছি, তখন তিনি বলেছেন:

« يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة , أو يستظل بظلها مائة راكب شك يحيى, فيها فراش الذهب , كأن ثمرها القلال» . (رواه الترمذي) .

“তার একটি ডালের ছায়ায় একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, অথবা তার ছায়া দ্বারা একশত আরোহী ছায়া লাভ করতে পারবে (বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া সন্দেহ করেছেন); তাতে স্বর্ণের পতঙ্গ থাকবে, তার ফলগুলো যেন কলসির মত (বড়)।”

চ) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

نَخْلُ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا زُمُرُّدٌ أَخْضَرُ ، وَكَرَبُهَا ذَهَبٌ أَحْمَرُ ، وَسَعَفُهَا كِسْوَةٌ لأَهْلِ الْجَنَّةِ ، مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ ، وَثَمَرُهَا أَمْثَالُ »
. «"الْقِلالِ و الدِّلاءِ ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ , وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ , لَيْسَ فيها عَجْم

"জান্নাতের খেজুর গাছের কাণ্ডসমূহ হবে সবুজ পান্নার, মূলসমূহ হবে লাল স্বর্ণের এবং তার ডালসমূহ হবে জান্নাতবাসীদের আচ্ছাদন; তার থেকে তাদের কাপড়ের টুকরা ও পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা হবে এবং তার ফলসমূহ হবে কলসি ও বালতির মত বড় আকৃতির, দুধের চেয়ে অনেক বেশি সাদা, মধুর চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি এবং মাখনের চেয়ে অধিক নরম, তাতে কোনো বীচি থাকবে না।"

ছ) আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« (رواه أحمد) **.** «طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام , ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» .

"'তুবা' জান্নাতের একটি বৃক্ষ, যার বড়ত্ব একশ বছরের পথের সমান; জান্নাতবাসীদের বস্ত্র তার আবরণ থেকে বেরিয়ে আসবে।"

জ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« (رواه الترمذي) **.** « ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب »

"জান্নাতের মধ্যে যত গাছ আছে, সকল গাছের কাণ্ড হল স্বর্ণের।"

ঝ) আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনিল 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« (رواه الطبراني) **.** « سيد ريحان الجنة الحناء » .

"জান্নাতের মধ্যে সুগন্ধিযুক্ত গাছের নেতা হল মেহেদী গাছ।"

ঞ) আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« لقيت إبراهيم ليلة أسري بي , فقال : يا محمد ! أقرئ أمتك مني السلام , وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة , عذبة الماء , وأنها
(رواه الترمذي) **.** « قيعان , وأن غراسها : سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر » .

"মিরাজের রজনীতে আমি ইবরাহীম আ. এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন তিনি বললেন: হে মুহাম্মদ! তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার উম্মতকে সালাম পেশ করো এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, জান্নাতের মাটি সুগন্ধময়, মিষ্টি পানি; আর তা হল সমতল ভূমি এবং তার বৃক্ষরোপন হল: সুবহানাল্লাহ (سبحان الله **), আলাহমদুলিল্লাহ (** الحمد لله **), লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (** لا إله إلا الله **) এবং আল্লাহু আকবার (** الله أكبر **)।"**

জান্নাতবাসীদের খাদ্য ও পানীয়

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَفَٰكِهَةٖ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢٠ وَلَحۡمِ طَيۡرٖ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ ٢١ ﴾ [الواقعة: ٢٠، ٢١]

“আর তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোস্ত নিয়ে। আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর।”

খ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿هَٰذَا ذِكۡرٞۚ وَإِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مَـَٔابٖ ٤٩ جَنَّٰتِ عَدۡنٖ مُّفَتَّحَةٗ لَّهُمُ ٱلۡأَبۡوَٰبُ ٥٠ مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدۡعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ وَشَرَابٖ ٥١﴾ [ص: ٤٩، ٥١]

“এ এক স্মরণ। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস— চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে।”

গ) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ يَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسٖ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥ عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفۡجِيرٗا ٦﴾ [الانسان: ٥، ٦]

“নিশ্চয় সৎকর্মশীলেরা পান করবে এমন পূর্ণপাত্র-পানীয় থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফূর— এমন একটি প্রস্রবণ যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এ প্রস্রবণকে যথেচ্ছা প্রবাহিত করবে।”

ঘ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿مَنۡ عَمِلَ سَيِّئَةٗ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَاۖ وَمَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ يُرۡزَقُونَ فِيهَا بِغَيۡرِ حِسَابٖ ٤٠﴾ [غافر: ٤٠]

“কেউ মন্দ কাজ করলে সে শুধু তার কাজের অনুরূপ শাস্তিই প্রাপ্ত হবে। আর যে পুরুষ কিংবা নারী মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে তবে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অগণিত রিযিক।”

ঙ) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿يُطَافُ عَلَيۡهِم بِصِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأَكۡوَابٖۖ وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ وَأَنتُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٧١﴾ [الزخرف: ٧١]

“স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে মন যা চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয় তাই থাকবে। আর সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।”

চ) জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

« إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا , وَيَشْرَبُونَ , وَلاَ يَتْفُلُونَ , وَلاَ يَبُولُونَ , وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ , وَلاَ يَمْتَخِطُونَ» . قَالُوا : فَمَا بَالُ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : «جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ , يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ» . (رواه مسلم).

“নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীগণ সেখানে খাবে এবং পান করবে; তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, প্রস্রাব করবে না, পায়খানা করবে না এবং তাদের নাক থেকে শ্লেষ্মাও বের হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে খাবারের অবস্থা কি হবে? জবাবে তিনি বললেন: “ঢেকুরের মাধ্যমেই তা হযম হয়ে যাবে; আর সেখানকার ঘাম হবে মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়। আর তাদেরকে ইলহাম করা হবে (স্বাভাবিকভাবে বের হবে) তাসবীহ ও তাহমীদ (আল্লাহর প্রশংসা), যেমনিভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের ইলহাম (তোমাদেরকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ) করানো হয়।”

ছ) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إن طير الجنة كأمثال البخت , ترعى في شجر الجنة » . فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ! إن هذه لطير ناعمة . » . (فقال أكلتها أنعم منها , (قالها ثلاثا) , وأني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر » . (رواه أحمد

“নিশ্চয়ই জান্নাতের পাখি হবে খোরাসানী উটের মত, সেগুলো জান্নাতের গাছে গাছে চরবে।” অতঃপর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন: হে আল্লাহ রাসূল! নিশ্চয়ই এই পাখিগুলো মোলায়েম ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হবে। তখন তিনি বললেন: “সেগুলো যারা খাবে, তারা তার চেয়ে বেশি মোলায়েম ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ (তিনি এই কথাটি তিনবার বলেছেন); আর আমি অবশ্যই কামনা করি যে, তুমি হবে তাদেরই একজন, যার তা থেকে খাবে।”

সালেম ইবন ‘আমির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب و مسائلهم . قال : أقبل أعرابي يوما , فقال : يا » رسول الله ! قد ذكر الله عز و جل في الجنة شجرة مؤذية , و ما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فما هي ؟ قال : السدر , فإن لها شوكا مؤذيا . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أليس الله يقول: ﴿ في سدر مخضود ﴾ يخضد الله شوكه , فيجعل مكان كل شوكة ثمرة , فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن اثنين و سبعين لونا من . « طعام , ما فيها لون يشبه الآخر

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বলতেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা বেদুইনগণ ও তাদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে আমাদের অনেক উপকার করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন: কোন একদিন এক বেদুইন আগমন করল, তারপর বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের মধ্যে একটি কষ্টদায়ক বৃক্ষ থাকবে বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ আমি মনে করি না যে, জান্নাতে এমন কোন বৃক্ষ থাকবে, যা জান্নাতবাসীকে কষ্ট দিবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাস করলেন: “সেই বৃক্ষটি কোনটি?” সে বলল: কুলবৃক্ষ; কেননা, তার মাঝে কষ্টদায়ক কাঁটা রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আল্লাহ তা‘আলা কি বলেননি: ﴿ في سدر مخضود ﴾ [যাতে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ] ? আল্লাহ তা‘আলা তার কাঁটা কেটে দিয়েছেন, তারপর প্রত্যেকটি কাঁটার জায়গায় একটি করে ফলের ব্যবস্থা করেছেন; সুতরাং সেই বৃক্ষটি অনেক ফল দিবে, তার ফল থেকে বাহাত্তর রঙের খাবার বেরিয়ে আসবে, তাতে একটি রঙের সাথে অন্যটির কোন মিল থাকবে না।”

জ) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة , فأتاه , فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي . قال : ما » أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « أخبرني بهن آنفا جبريل » . فقال عبد الله ابن سلام : ذاك عدو اليهود من الملائكة . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « أما أول أشراط الساعة فنار تحشرالناس من المشرق إلى المغرب , وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت , وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها . » . قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه و سلم

ثم قال : يا رسول الله ! إن اليهود قوم بهت , إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك . فجاءت اليهود , ودخل عبد الله البيت , فقال النبي صلى الله عليه و سلم : « أي رجل فيكم عبد الله بن سلام » . قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا , وأخيرنا وابن أخيرنا

. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «أفرأيتم إن أسلم عبد الله ؟» . قالوا : أعاذه الله من ذلك . فخرج عبد الله إليهم , فقال . (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . فقالوا : شرنا وابن شرنا , ووقعوا فيه » . (رواه البخاري

“আবদুল্লাহ ইবন সালাম রা. এর নিকট নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন: আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি; এগুলোর সঠিক উত্তর নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না— (১) কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত ও লক্ষণ কী? (২) জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম খাবার কী? এবং (৩) কি কারণে সন্তান আকৃতিতে কখনও পিতার অনুরূপ, আবার কখনও বা মায়ের অনুরূপ হয়? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এই বিষয়গুলো সম্পর্কে এইমাত্র জিবরাঈল আ. আমাকে জানিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবন সালাম রা. একথা শুনে বললেন, ফিরিশতাদের মধ্যে তিনিই ইয়াহূদীদের শত্রু। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার প্রশ্নের জবাবে) বললেন: (১) কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সর্বপ্রথম লক্ষণ হল লেলীহান আগুন, যা মানুষকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে এবং সবাইকে সমবেত করবে; (২) জান্নাতবাসীগণ সর্বপ্রথম যে খাবার ভক্ষণ করবে, তা হল মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ; (৩) যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে, তবে সন্তান পিতার অনুরূপ হয়; আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে, তবে সন্তান মায়ের অনুরূপ হয়। আবদুল্লাহ ইবন সালাম বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।

অতঃপর সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহূদীগণ এমন একটি সম্প্রদায়, যারা অন্যের কুৎসা রটনায় অত্যন্ত পটু। আমার ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি প্রকাশ হওয়ার পূর্বে আমার অবস্থা সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডাকলেন, তারা হাযির হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মাঝে আবদুল্লাহ ইবন সালাম কেমন লোক? জবাবে তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র; তিনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আচ্ছা বলত, যদি আবদুল্লাহ ইবন সালাম ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে কেমন হবে? তোমরা তখন কি করবে? তারা বলল, আল্লাহ তাকে এ কাজ থেকে রক্ষা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার এ কথাটি বললেন, তারাও আগের মত করে উত্তর দিল। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله **(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল)। এ কথা শুনে ইয়াহূদীগণ বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে মন্দ লোক এবং মন্দ লোকের ছেলে। আর তারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য আরও নানান কথাবার্তা বলতে শুরু করল।”**

ঝ) আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

. « إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة , فيجيء إليه الإبريق , فيقع في يده , فيشرب , فيعود إلى مكانه »

“নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জান্নাতের পানীয় থেকে পানীয় গ্রহণ করার আকঙ্খা প্রকাশ করবে, অতঃপর তার নিকট জগ বা এ জাতীয় পানপাত্র চলে আসবে এবং তার হাতের মধ্যে পানীয় ঢালবে, তারপর সে পান করবে; অতঃপর সেই পাত্র আবার তার জায়গায় ফিরে যাবে।”

জান্নাতবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ

ক) আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ٢٣ ﴾ [الحج: ٢٣]

“সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَيَلۡبَسُونَ ثِيَابًا خُضۡرٗا مِّن سُندُسٖ وَإِسۡتَبۡرَقٖ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِۚ نِعۡمَ ٱلثَّوَابُ وحَسُنَتۡ مُرۡتَفَقٗا ﴾ [الكهف: ٣١ ٣١]

“সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র, আর তারা সেখানে থাকবে হেলান দিয়ে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম বিশ্রামস্থল!”

খ) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٞ وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٖ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابٗا طَهُورًا ٢١ ﴾ [الانسان: ٢١]

“তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।”

গ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ , لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ , وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ » . (رواه مسلم) .

“যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি শুধু সুখ-শান্তি উপভোগ করবে, কখনও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে না; তার পোষাক-পরিচ্ছদ পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনও বিনষ্ট হবে না।”

ঘ) আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر , والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب درى فى السماء , لكل رجل منهم زوجتان من الحور العين , على كل زوجة سبعون حلة , يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللها كما يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة البيضاء » . (رواه الطبراني) .

“সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল মনে হবে যেন পূর্ণিমার রাতের চাঁদের আলোর মত উজ্জ্বল। আর দ্বিতীয় দল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার মত সুন্দর বর্ণের। আর তাদের প্রত্যেকের জন্য ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূরদের মধ্য থেকে দু’জন স্ত্রী থাকবে, প্রত্যেক স্ত্রী’র গায়ে থাকবে সত্তর সেট পোষাক, যার সৌন্দর্যের ফলে গোশত ও তার পোষাক ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা ঠিক তেমনিভাবে দেখা যাবে, যেমনিভাবে সাদা গ্লাসের মধ্যে লাল পানীয় দেখা যায়।”

ঙ) আবদুল্লা ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم , فقال : يا رسول الله ! أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقا تخلق أم نسجا تنسج ؟ » فضحك بعض القوم , فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مم تضحكون ؟! من جاهل يسأل عالما ؟ ثم أكب رسول الله صلى الله عليه و سلم , ثم قال : أين السائل ؟ قال : هو ذا أنا يا رسول الله . قال : لا , بل تشقق عنها ثمر الجنة ثلاث مرات » . (رواه أحمد) .

"কোনো এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন করল, তারপর বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে জান্নাতবাসীদের কাপড় সম্পর্কে বলে দিন, তা কি সৃষ্টি করা হবে, নাকি বয়ন করা হবে? তখন কাওমের (সম্প্রদায়ের) কেউ কেউ হাসল, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা কেন হাসছ?! অজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করার কারণে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রশ্নকর্তার বিষয়ে) মনোনিবেশ করলেন, তারপর বললেন: প্রশ্নকর্তা কোথায়? সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! এই তো আমি। তখন তার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন: না; বরং (গাছ থেকে হবে) জান্নাতের ফলসমূহ থেকে তা ফেটে বেরিয়ে আসবে। (এই কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন)।"

জান্নাতের বিছানা

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فِيهَا سُرُرٞ مَّرۡفُوعَةٞ ١٣ وَأَكۡوَابٞ مَّوۡضُوعَةٞ ١٤ وَنَمَارِقُ مَصۡفُوفَةٞ ١٥ وَزَرَابِيُّ مَبۡثُوثَةٌ ١٦﴾ [الغاشية: ١٣، ١٦]

"সেখানে থাকবে উন্নত শয্যাসমূহ, আর প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, সারি সারি উপাধান এবং বিছানা গালিচা।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

﴿مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشِۢ بَطَآئِنُهَا مِنۡ إِسۡتَبۡرَقٖۚ وَجَنَى ٱلۡجَنَّتَيۡنِ دَانٖ ٥٤﴾ [الرحمن: ٥٤]

"সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে এমন ফরাশে যার অভ্যন্তরভাগ হবে পুরু রেশমের। আর দুই উদ্যানের ফল হবে কাছাকাছি।"

খ) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفۡرَفٍ خُضۡرٖ وَعَبۡقَرِيٍّ حِسَانٖ ٧٦﴾ [الرحمن: ٧٦]

"তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।"

গ) আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَفُرُشٖ مَّرۡفُوعَةٍ ٣٤﴾ **[আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ] প্রসঙ্গে বলেছেন:**

« ارتفاعها كما بين السماء والأرض , مسيرة ما بينها خمسمائة عام » . (رواه ابن أبي الدنيا و الترمذي) .

"তার (বিছানার) উচ্চতা হবে আসমান এবং যমীনের মধ্যকার উচ্চতার মত, তার মধ্যকার আয়তন হল পাঁচশত বছরের ভ্রমণপথের দূরত্বের সমান।"

ঘ) আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী: ﴿ بَطَآئِنُهَا مِنۡ إِسۡتَبۡرَق ﴾ [যার অভ্যন্তরভাগ হবে পুরু রেশমের] প্রসঙ্গে বলেছেন:

« قد أُخبرتم بالبطائن , فكيف بالظاهر ؟!» . (رواه البيهقي) .

"তোমাদেরকে অভ্যন্তরভাগের ব্যাপারে জানানো হয়েছে, সুতরাং (ভেবে দেখ) তার বহির্ভাগের অবস্থা কেমন হতে পারে?!

জান্নাতবাসীদের নারীসমষ্টি

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَحُورٌ عِينٞ ٢٢ كَأَمۡثَٰلِ ٱللُّؤۡلُوِ ٱلۡمَكۡنُونِ ٢٣ ﴾ [الواقعة: ٢٢، ٢٣]

"আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣١ حَدَآئِقَ وَأَعۡنَٰبٗا ٣٢ وَكَوَاعِبَ أَتۡرَابٗا ٣٣ ﴾ [النبا: ٣١، ٣٣]

"নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য, উদ্যানসমূহ, আঙ্গুরসমূহ, আর সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী।"

খ) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءٗ ٣٥ فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَتۡرَابٗا ٣٧ ﴾ [الواقعة: ٣٥، ٣٧]

"নিশ্চয় আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে— অতঃপর তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।"

গ) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها , ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحا , لأضاءت ما بينهما , ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» . (رواه البخاري) .

"আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। আর তোমাদের কারোর ধনুকের কিংবা চাবুক রাখার মত জান্নাতের জায়গাটুকু দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। জান্নাতী কোনো মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয়, তাহলে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবকিছু সুরভীতে ভরপুর হয়ে যাবে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আলোকিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।"

ঘ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر , و التي تليها على أضوإ كوكب دري في السماء , لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان , يرى مخ سوقهما من وراء اللحم , وما في الجنة أعزب » . (رواه البخاري).

“সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর যে দল তাদের অনুগামী হবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল তারকার মত। আর তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে। আর জান্নাতের মধ্যে কোনো অবিবাহিত নেই।”

ঙ) আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَّكِئُ فِى الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ ، ثُمَّ تَأْتِيهِ امْرَأَتُهُ ، فَتَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ ، فَيَنْظُرُ وَجْهَهُ فِى خَدِّهَا أَصْفَى مِنَ الْمِرْآةِ ، وَإِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا تُضِىءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَرُدُّ السَّلاَمَ , وَيَسْأَلُهَا مَنْ أَنْتِ؟ فَتَقُولُ : أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ ثَوْبًا , أَدْنَاهَا مِثْلُ النُّعْمَانِ مِنْ طُوبَى ، فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ، وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التِّيجَانِ , إِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ منها لَتُضِىءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » . (رواه الطبراني).

“নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে পুরুষ ব্যক্তি একভাবে সত্তর বছর হেলান দিয়ে থাকবে, অতঃপর তার নিকট তার স্ত্রী আসবে এবং সে তার দুই কাঁধের উপর (মৃদু) আঘাত করবে; তারপর সে তার সামনের দিকে লক্ষ্য করে দেখবে তার (স্ত্রী’র) গণ্ডদেশ (গাল) আয়নার চেয়েও অনেক বেশি স্বচ্ছ; তার চেহারার উপর একটি ছোট্ট মুক্তাদানার আলোর প্রতিবিম্ব নিশ্চিতভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার সমপরিমাণ জায়গাকে আলোকিত করে দিবে; অতঃপর তার স্ত্রী তাকে সালাম পেশ করবে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তারপর সেও সালামের জবাব পেশ করবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে: তুমি কে? তখন সে বলবে: আমি (তোমার জন্য) অতিরিক্ত বরাদ্ধ; আর তার পোশাক হবে সত্তরটি, তন্মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের পোশাকটির অবস্থা হবে ‘তুবা’ নামক বৃক্ষ থেকে উৎপাদিত ‘নু‘মান’ নামক পাহাড়ের মত; তারপর সেই পোশাক তাকে পরানো হবে, তারপরেও এর বাইরে থেকে সৌন্দর্যের ফলে তার পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে; আর তার মাথায় থাকবে (মুক্তার) মুকুট, যার মধ্যকার ছোট্ট একটি মুক্তাদানা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার সমপরিমাণ জায়গাকে আলোকিত করে দিবে।”

চ) মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا ؛ الا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله ؛ فإنما هو عندك دخيل , يوشك أن يفارقك إلينا » . (رواه أحمد و الترمذي).

“দুনিয়ার জীবনে কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দিলে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূরদের মধ্য থেকে তার স্ত্রী বলে: তুমি তাকে কষ্ট দিও না, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন; কারণ, সে তো তোমার নিকট আগন্তুক, শীঘ্রই সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে।”

জান্নাতের মধ্যে দৈহিক মিলন

ক) আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ وَأَنتُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٧١﴾ [الزخرف: ٧١]

"সেখানে মন যা চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয় তাই থাকবে। আর সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।"

খ) যায়েদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

جاء رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ! أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ » ؟ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : إِنْ أَقَرَّ لِي بِهَا ؛ خَصَمْتُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَلَى ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْجِمَاعِ» . فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ يكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلُ الْمِسْكِ ؛ فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُرَ » . (رواه النسائي) .

"ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল, তারপর বলল: হে আবূল কাসেম! তুমি কি মনে কর না যে, জান্নাতের অধিবাসীগণ সেখানে খাবে এবং পান করবে? এবং সাথে সাথে সে (ইয়াহূদী ব্যক্তি) তার সঙ্গীদেরকে বলল: যদি সে আমার নিকট তা স্বীকার করে, তাহলে আমি তাকে পরাজিত করতে পারব। অতঃপর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই; যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! তাদের প্রত্যেককে খাওয়া-দাওয়া, পান করা ও যৌন মিলনের ক্ষেত্রে একশত পুরুষের ক্ষমতা দান করা হবে।" তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে ইয়াহূদী বলল: যে ব্যক্তি খাবে এবং পান করবে, তাহলে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কী হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাদের প্রকৃতিক প্রয়োজন হল ঘাম, যা তাদের ত্বক থেকে মিশকের ন্যায় প্রবাহিত হবে; আর যখন (তাদের) পেট হবে হালকা পাতলা।"

গ) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

» يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع » . قيل : يا رسول الله ! أو يطيق ذلك ؟ قال : « يعطى قوة مائة رجل » . (رواه الترمذي)) .

"মুমিন ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যে এই এই পরিমাণ যৌনক্ষমতা প্রদান করা হবে"। বলা হল: হে আল্লাহর রাসূল! সে কি এমন ক্ষমতা রাখবে? জবাবে তিনি বললেন: তাকে একশত পুরুষের ক্ষমতা দেয়া হবে।"

জান্নাতের মধ্যে হূর কর্তৃক সঙ্গীত পরিবেশন

ক) আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"নিশ্চয়ই জান্নাতের স্ত্রীগণ (হূরগণ) তাদের স্বামীদের উদ্দেশ্য করে এমন সুন্দর সুরে সঙ্গীত পরিবেশন করবে, যা কেউ কোনো দিন শুনে নি; আর তারা যেসব সঙ্গীত পরিবেশন করবে, তন্মধ্যে একটি হল: আমরা হলাম উত্তম, সুন্দরী স্বামীগণ হলেন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানিত তারা দেখে আনন্দের চোখে। আর তারা যেসব সঙ্গীত পরিবেশন করবে, তন্মধ্যে আরও একটি হল: আমরা হলাম চিরস্থায়ী, সুতরাং আমরা কখনও তাকে ছেড়ে মরব না। আমারা হলাম নিরাপদ, সুতরাং তারা তাকে ভয় করবে না। আমরা হলাম স্থায়ীভাবে বসবাসকারিনী, সুতরাং তারা তার থেকে প্রস্থান করবে না।"

খ) আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ما من عبد يدخل الجنة؛ إلا يجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين ؛ تغنيانه بأحسن صوت سمعه الجن والإنس »
(وليس بمزامير الشيطان , ولكن بتحميد الله وتقديسه » . (رواه الطبراني .

"যে কোনো বান্দাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার মাথা ও দুই পায়ের নিকট দুইজন ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর বসবে এবং মানুষ ও জিন জাতি কখনও যে গান শুনেছে তার থেকেও সুন্দর স্বরে-সুরে তারা উভয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করবে; আর সেই সঙ্গীত শয়তানের বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত হবে না, বরং তা পরিবেশিত হবে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে।"

গ) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إن الحور العين ليغنين فى الجنة ؛ ويقلن » :

نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام» .

"নিশ্চয়ই ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূরগণ জান্নাতের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করবে; আর তারা বলবে: আমরা হলাম সুন্দরী হূর। আমাদেরকে গোপন করে রাখা হয়েছে সম্মানিত স্বামীদের জন্য উপহারস্বরূপ।"

জান্নাতবাসীদের অলঙ্কার

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ٢٣ ﴾ [الحج: ٢٣]

"সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٞ وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٖ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابٗا طَهُورًا ٢١ ﴾ [الانسان: ٢١]

"তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।"

খ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لو كان أدنى أهل الجنة حليه عدلت بحلية أهل الدنيا جميعًا ؛ لكان ما يحليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعًا » »
. (. (رواه الطبراني

"যদি একজন নিম্নমানের জান্নাতবাসীর অলঙ্কারকে দুনিয়াবাসীদের সকলের অলঙ্কারের সাথে বিনিময় বা পরিমাপ করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐ জান্নাতবাসীকে পরকালে যে অলঙ্কার পরিয়ে দিবেন, তা গোটা দুনিয়াবাসীর অলঙ্কারের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম হবে।"

গ) মিকদাম ইবন মা'দিকারাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদকে দেওয়া বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

(ويوضع على رأسه تاج الوقار , الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها » . (رواه الترمذي و ابن ماجه ... »

" ... এবং তার মাথায় সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে, তার মধ্যকার একটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম হবে।"

জান্নাতের রুমাল

ক) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم جبة سندس , وكان ينهى عن الحرير , فعجب الناس منها , فقال : « والذي نفس محمد بيده ؛ » (لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » . (رواه البخاري و مسلم .

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হল, অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহারে নিষেধ করতেন; তবে সাহাবীগণ কাপড়টি দেখে আনন্দিত হলেন। তখন তিনি বললেন: সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! জান্নাতে সা'দ ইবন মু'আযের রুমালগুলো এর চেয়ে উৎকৃষ্ট।"

জান্নাতবাসীদের বাজার (মেলা)

ক) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ , فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ , فَتَحْثُو فِى وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ , فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً , فَيَرْجِعُونَ إِلَى » أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً , فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللَّهِ ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً! فَيَقُولُونَ : وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا (حُسْنًا وَجَمَالاً » . (رواه امسلم .

"নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে একটি বাজার থাকবে, তাতে প্রত্যেক জুমার দিন জান্নাতবাসীগণ আগমন করবে; অতঃপর উত্তরের বাতাস প্রবাহিত হবে এবং তা ছড়িয়ে পড়বে তাদের চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে; অতঃপর তাদের সৌন্দর্য ও শোভা বৃদ্ধি পাবে, তারপর তারা তাদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাবে এমতাবস্থায় যে, আগের চেয়ে তাদের সৌন্দর্য ও শোভা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদের পরিবার পরিজন বলবে: আল্লাহর কসম! আমাদের পরবর্তীতে তোমাদের সৌন্দর্য ও শোভা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে! অতঃপর তারাও বলবে: আর তোমরা, আল্লাহর কসম! আমাদের পরবর্তীতে তোমাদেরও সৌন্দর্য ও শোভা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে!"

জান্নাতবাসীগণ কর্তৃক তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার প্রতি দৃষ্টিদান

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وُجُوهٌ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ٢٣ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]

"সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"

খ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

قال أناس : يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » . قالوا : لا يا رسول الله . قال : « هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ » . قالوا : لا يا رسول الله . قال : « فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » . (رواه البخاري و مسلم) .

"লোকজন (সাহাবীগণ) বলল: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? জবাবে তিনি বলেন: মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন: নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে।"

গ) সুহাইব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ؛ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ . قَالَ : « فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ , فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ » . (رواه مسلم) . ثم تلا هذه الآية : ﴿ لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞ ﴾ [يونس :٢٦] .

"জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন: তোমরা কি চাও আমি আরও অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেই? তারা বলবে: আপনি কি আমাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল করে দেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আর আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরপর আল্লাহ তা'আলা পর্দা উঠিয়ে নিবেন; অতএব আল্লাহর দীদার অপেক্ষা অতি প্রিয় কোন বস্তু তাদের দেয়া হয়নি বা হবে না।" অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন: ﴿ لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞ ﴾ **[যারা ইহসানের সাথে আমল করে (উত্তমরূপে কাজ করে) তাদের জন্য আছে জান্নাত এবং আরো বেশি] ।**

রবের সামনে দণ্ডায়মানে ভীত ব্যক্তির জন্য দু'টি জান্নাত

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ٤٦ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٧ ذَوَاتَآ أَفۡنَانٖ ٤٨ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٩ فِيهِمَا عَيۡنَانِ تَجۡرِيَانِ ٥٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥١ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٖ زَوۡجَانِ ٥٢ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٣ ﴾ [الرحمن :٤٦، ٥٣]

"আর যে তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?"

৮৫. আবূ মূসা / কায়স রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة , عرضها ستون ميلا , في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين , يطوف عليهم المؤمنون »
, وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما , وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما , وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء
. (الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . (رواه البخاري و مسلم

"জান্নাতের মধ্যে ফাঁপা মূর্তির একটি তাঁবু থাকবে; এর প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল। এর এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না। ঈমানদার লোকেরা তাদের কাছে যাবে। এতে থাকবে দু'টি উদ্যান, যার সমুদয় পাত্র এবং ভেতরের সকল বস্তু হবে রূপার তৈরি। অনুরূপ আরও দু'টি দু'টি উদ্যান থাকবে, যার পাত্রসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ সকল বস্তু হবে স্বর্ণের তৈরি। আর 'জান্নাতে আদন' এর মধ্যে জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভের মাঝখানে আল্লাহর বড়ত্বের প্রভাবময় আভা ভিন্ন আর কিছু থাকবে না।"

জান্নাতে মুমিন ব্যক্তির দৈর্ঘ্য

ক) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

خلق الله عز و جل آدم على صورته , طوله ستون ذراعا , فلما خلقه ؛ قال : اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس , »
فاستمع ما يحيونك ؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك » . فقال : السلام عليكم . فقالوا : السلام عليك ورحمة الله . فزادوه : ورحمة الله .
. (فكل من يدخل الجنة على صورة آدم , فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن » . (رواه البخاري و مسلم

"আল্লাহ তা'আলা আদম আ. কে তাঁর যথাযথ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন: তুমি যাও, উপবিষ্ট ফিরিশতাদের এই দলকে সালাম কর এবং মনোযোগ সহকারে শোন- তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয়? কারণ, এটাই হবে তোমার এবং তোমার বংশধরের সম্ভাষণ (তাহিয়্যা), তাই তিনি গিয়ে বললেন: 'আসসালামু আলাইকুম'। তারা জবাবে বললেন: 'আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। তাঁরা বাড়িয়ে বললেন: 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বাক্যটি। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন: প্রত্যেক ব্যক্তি, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা আদম আ. এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তারপর থেকে এই পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে আসছে।"

আল্লাহর পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক সন্তুষ্টি

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ ١٥ ﴾ [ال
عمران: ١٥]

“যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর নিকট থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।”

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ ٧ جَزَآؤُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ ٨ ﴾ [البينة: ٧، ٨]

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাদের রবের কাছে আছে তাদের পুরস্কার : স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটি তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে।”

খ) আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ! فيقولون : لبيك ربنا , وسعديك , فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك . فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قالوا : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا » . (رواه البخاري و مسلم).

“আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতীগণকে সম্বোধন করে বলবেন: হে জান্নাতবাসীগণ! তারা জবাবে বলবে, হে আমাদের প্রভু! হাযির, আমরা আপনার সমীপে হাযির। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছে? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন, যা আপনার মাখলুকাতের ভিতর থেকে আর কাউকে দান করেননি; অতএব আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তখন তিনি বলবেন: আমি এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে: হে প্রভু! এর চেয়েও উত্তম কোন বস্তু? আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব; এরপর আমি আর কখনও তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না।”

জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান

ক) আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ١٠٧ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبۡغُونَ عَنۡهَا حِوَلٗا ١٠٨ ﴾ [الكهف: ١٠٧، ١٠٨]

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।”

খ) আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ؛ يُنَادِي مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا , وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا , وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا , وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَدًا » . فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ » . (رواه مسلم) .

“যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন এক ঘোষক এই বলে ঘোষণা করবে: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সুস্থতা রয়েছে, সুতরাং তোমরা আর কখনও অসুস্থ হবে না; আর তোমারা জীবিত, সুতরাং তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করবে না; তোমরা নিশ্চয়ই যুবক হয়ে গেছ, সুতরাং তোমরা কখনও বৃদ্ধ হবে না; তোমাদের এখন সুখের জীবন, সুতরাং তোমরা আর কখনও দুঃখিত ও চিন্তিত হবে না। অতএব এটাই হল আল্লাহ তা‘আলার বাণী’র চরম বাস্তবতা: ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون﴾ **[আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, ‘তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের ওয়ারিস করা হয়েছে।’] ”**

গ) আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح , فينادي مناد : يا أهل الجنة ! فيشرئبون وينظرون , فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ؛ هذا الموت , وكلهم قد رآه . ثم ينادي : يا أهل النار ! فيشرئبون وينظرون , فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ؛ هذا الموت , وكلهم قد رآه , فيذبح . ثم يقول يا أهل الجنة ! خلود فلا موت , ويا أهل النار ! خلود فلا موت . ثم قرأ : ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون﴾ » . (رواه البخاري و مسلم) .

“কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকৃতিতে আনা হবে; তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিয়ে বলবে: হে জান্নাতবাসী! তখন তাঁরা ঘাড় মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে; তখন ঘোষক বলবে: তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে: হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কারণ, তারা প্রত্যেকেই একে দেখেছে। তারপর ঘোষণাকারী আবার ডাক দিয়ে বলবে: হে জাহান্নামবাসী! তখন তারা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে; তখন ঘোষক বলবে: তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে: হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা, তারা প্রত্যেকেই একে দেখেছে। তারপর (সেটি) যবেহ করা হবে। আর ঘোষক বলেবেন: হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক; তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক; তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন: ﴿وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون﴾ **[আর তাদেরকে সতর্ক করে দিন পরিতাপের দিন সম্বন্ধে, যখন সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। অথচ তারা রয়েছে গাফলতিতে নিমজ্জিত এবং তারা ঈমান আনছে না।] ।”**

জান্নাতবাসীদের কাতার সংখ্যা

ক) বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أهل الجنة عشرون ومائة صف , ثمانون منها من هذه الأمة , وأربعون من سائر الأمم » . (رواه الترمذي) .

“জান্নাতবাসীদের কাতার (সারি) সংখ্যা হবে একশত বিশটি; তন্মধ্যে আশি সারি হবে এই উম্মত (উম্মাতে মুহাম্মাদী) থেকে; আর বাকি সকল উম্মত হবে চল্লিশ কাতার।”

খ) আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في قبة , فقال : « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » . قلنا : نعم , قال: « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . قلنا : نعم , قال : « أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة » . قلنا: نعم , قال : «والذي نفس محمد بيده ؛ إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة , وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة , وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر» . (رواه البخاري و مسلم).

"একদা আমরা কোনো এক তাঁবুতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম; তখন তিনি বললেন: তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম: হ্যাঁ; তিনি আবার বললেন: তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম: হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান! আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, তোমরা বেহেশতীদের অর্ধেক হবে। আর এটা চিরন্তন সত্য যে, বেহেশতে কেবলমাত্র মুসলিমগণই প্রবেশ করতে পারবে। আর মুশরিকদের মুকাবিলায় তোমরা হচ্ছ এমন, যেমন কালো ষাঁড়ের চামড়ার উপর শুভ্র পশম, অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ার উপর কালো পশম।"

সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি

ক) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? জবাবে তিনি বলেন:

هل تمارون في القمر ليلة بدر ليس دونه حجاب (سحاب) ؟ » . قالوا : لا يا رسول الله ! قال: « فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » . قالوا : لا , قال: « فإنكم ترونه كذلك , يحشر الناس يوم القيامة , فيقول : من كان يعبد شيئا ؛ فليتبع , فمنهم من يتبع الشمس , ومنهم من يتبع القمر , ومنهم من يتبع الطواغيت , وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها , فيأتهم الله , فيقول : أنا ربكم , فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا , فإذا جاء ربنا ؛ عرفناه , فيأتيهم الله , فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا , فيدعوهم , و يضرب الصراط بين ظهراني جهنم , فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته , ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل, وكلام الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم , وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان , هل رأيتم شوك السعدان ؟ » . قالوا : نعم , قال : فإنها مثل شوك السعدان , غير أنه لا يعلم قدرعظمها إلا الله , تخطف الناس بأعمالهم , فمنهم من يوبق بعمله , ومنهم من يخردل ثم ينجو , حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار ؛ أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله , فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود , وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود , فيخرجون من النار , فكل ابن أدم تأكله النار إلا أثر السجود , فيخرجون من النار قد امتحشوا , فيصب عليهم ماء الحياة , فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل , ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد , ويبقى رجل بين الجنة والنار (وهو آخر أهل النار دخولا الجنة) , مقبل بوجهه قبل النار , فيقول : يا رب ! اصرف وجهي عن النار ؛ قد قشبني ريحها , وأحرقني ذكاؤها , فيقول : هل عسيت إن أفعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك ؟ فيقول : لا , وعزتك . فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق , فيصرف الله وجهه عن النار.

فإذا أقبل به على الجنة ؛ رأى بهجتها ؛ سكت ما شاء الله أن يسكت , ثم قال : يا رب ! قدمني عند باب الجنة, فيقول الله له : أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت ؟ فيقول : يا رب ! لا أكون أشقى خلقك . فيقول : فما عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غيره ؟ فيقول : لا , وعزتك لا أسأل غير ذلك . فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق , فيقدمه إلى باب الجنة , فإذا بلغ بابها ؛ فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور , فسكت ما شاء الله أن يسكت , فيقول : يارب ! أدخلني الجنة , فيقول الله : ويحك يا بن آدم ! ما أغدرك ! أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت ؟ فيقول : يا رب ! لا تجعلني أشقى خلقك . فيضحك الله عز و جل منه , ثم يأذن له في دخول الجنة , فيقول : تمن , فيتمنى , حتى إذا انقطعت أمنيته ؛ قال الله عز و جل : تمن كذا وكذا , أقبل . يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني, قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه , و ذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة » . (أخرجه البخاري و مسلم).

"মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন: নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন: যে যার উপাসনা করত, সে যেন তার অনুসরণ করে; তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধু এ উম্মাহ, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাদের মাঝে এ সময় আল্লাহ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন: "আমি তোমাদের রব।" তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের শুভাগমন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। আর তাঁর যখন শুভাগমন হবে, তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ আগমন করবেন এবং বলবেন: "আমি তোমাদের রব।" তারা বলবে, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ তা'আলা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। রাসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণের কথা হবে: 'اللهم سلم سلم' (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম), অর্থাৎ হে আল্লাহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে; সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার মত। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছ? তারা বলবে, হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান কাঁটার মতই। তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। সে কাঁটা লোকের আমল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে আমলের কারণে। আর কারোর পায়ে জখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, তারপর নাজাত পেয়ে যাবে। জাহান্নামীদের থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহর ইবাদত করত, তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। ফেরেশতাগণ তাদের বের করে আনবেন এবং সিজদার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সিজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কাজেই সিজদার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদমের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের উপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিচার

কাজ সমাপ্ত করবেন। কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফিরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম থেকে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন, এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রনা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এ ছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, আপনার ইজ্জতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ তা'আলাকে অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি দিবে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দেবেন। এরপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা সে চুপ করে থাকবে। তারপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তি আমি হতে চাই না। আল্লাহ তাতক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পুরণ করা হলে তুমি এ ছাড়া কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, আপনার ইজ্জতের কসম! এছাড়া আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। সে যখন জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে, তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য্য ও তার অভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সে চুপ করে থাকবে। এরপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন: হে আদম সন্তান, কি আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গিকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেয়া হয়েছে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য আমাকে করবেন না। এতে আল্লাহ হেসে দেবেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন, চাও। তখন সে চাইবে, এমনকি তার চাওয়ার আকাঙ্খা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন: এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাঙ্খা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন: এ সবই তোমার, এর সাথে আরও সমপরিমাণ (তোমাকে দেয়া হল); আর এই ব্যক্তিই হল জান্নাতে প্রবেশ করার দিক থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি।"

জান্নাতের চিত্র বর্ণনাতীত

ক) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت , ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر » ؛ مصداق ذلك في » كتاب الله : فاقرؤوا إن شئتم : ﴿ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧ ﴾ **[السجدة: ١٧]** » . (رواه البخاري و مسلم) .

"আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনও দেখে নি, কোনো কান কখনও শুনেনি এবং যার কল্পনা কোনো মানুষের মনে কখনও উদয় হয় নি; এ রকম কথা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে আছে; সুতরাং তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ

করতে পার: ﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧﴾ [অতএব কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ] ।"

খ) সাহল ইবন সা'দ আস-সা'দী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» . (رواه البخاري).

"জান্নাতের মধ্যে এক চাবুক পরিমাণ জায়গার মূল্যমান দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।"

গ) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب» . (رواه البخاري).

"আর জান্নাতে তোমাদের কারও একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও ঐ পরিমাণ জায়গার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম, যেই পরিমাণ জায়গায় সূর্যোদয় হয় এবং সূর্যাস্ত যায় (অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর চেয়ে উত্তম)।"

ঘ) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صفحتان : واحدة من ذهب ، والأخرى من فضة» . (رواه الطبراني)).

"মর্যাদার দিক থেকে সর্বনিম্ন মানের জান্নাতবাসী হবেন ঐ ব্যক্তি, যার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে এক হাজার খাদেম, তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে দু'টি করে পাত্র: একটি হবে স্বর্ণের, আর অপরটি হবে রৌপ্যের।"

জান্নাত লাভের উপায়

আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামের মৌলিক ফরয সমূহ প্রতিপালনের পাশাপাশি আরো কতিপয় আমল রয়েছে, যা জান্নাত লাভের পথকে সুগম করে। তন্মধ্যে কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হল।-

১. ন্যায়বিচার, আল্লাহর ইবাদতে যৌবন কাটানো, মসজিদের সাথে অন্তর সম্পৃক্ত রাখা, আল্লাহর জন্য পারস্পরিক ভালবাসা, নির্জনে অশ্রুসিক্ত হয়ে ইবাদত করা, আল্লাহর ভয়ে যেনার আহবান প্রত্যাখ্যান করা এবং গোপনে দান করা: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُه-

সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে (৩) সেই লোক যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর তথায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত। (৪)

এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে। আল্লাহর ওয়াস্তে উভয়ে মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যই পৃথক হয়ে যায়। (৫) **এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে।** (৬) **এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহবান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং** (৭) **যে ব্যক্তি গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কি দান করে।**[৫]

২. তাহিয়্যাতুল ওযূ ছালাত আদায় করাঃ তাহিয়্যাতুল ওযূ ছালাত আদায় করলে জান্নাত পাওয়া যাবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِى بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الإِسْلاَمِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِى أَنِّى لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِى سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِى أَنْ أُصَلِّى-

আবু হুরায়রা (রাঃ) **বলেন, একদা রাসূলাল্লাহ** (ছাঃ) **ফজরের সময় বেলালকে বললেন, বেলাল বলতো দেখি মুসলমান হয়ে তুমি এমন কোন কাজ করেছো যার ছওয়াবের আশা তুমি অধিক করতে পার? কেননা আমি তোমার জুতার শব্দ জান্নাতে আমার সম্মুখে শুনতে পেয়েছি। তখন বেলাল বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ** (ছাঃ)! **আমি এছাড়া এমন কোন কাজ করিনি যা আমার নিকট অধিক ছওয়াবের কারণ হতে পারে যে, আমি রাতে বা দিনে যেকোন সময়ই ওযূ করেছি তখন সেই ওযূ দ্বারা ছালাত আদায় করেছি যা আল্লাহর পক্ষ হতে আমাকে তাওফীক্ব দেওয়া হয়েছে।**[৬]

৩. সময়মত ছালাত আদায় করাঃ ওয়াক্ত অনুযায়ী নিয়মিত ছালাত আদায় করা জান্নাত লাভের মাধ্যম। যা আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় আমল। যেমন হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) **বলেন,** سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا **আমি নবী করীম** (ছাঃ)-**কে জিজ্ঞেস করলাম কোন কাজ আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি উত্তরে বললেন, সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করা।**[৭]

৪. তাসবীহ পাঠ করাঃ জান্নাত পাওয়ার বড় মাধ্যম বেশী বেশী তাসবীহ পাঠ করা। তাসবীহ পাঠ করা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় ইবাদত। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) **বলেন,** لأَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس **আমার নিকট সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষাও প্রিয়তর হচ্ছে সুবহানাল্লাহ, আলহাম দু লিল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ও আল্লাহু আকবার বলা।**[৮] **অন্য হাদীছে এসেছে,**

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِى يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) **বলেন, রাসূলুল্লাহ** (ছাঃ) **বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে, সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী** (**অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে**) **তার গোনাহসমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্র ফেনার ন্যায় অধিক হয়।**[৯]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ. لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার বলবে, ‘সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী’ ক্বিয়ামতের দিন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হ’তে পারবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে ইহার অনুরূপ বা ইহা অপেক্ষা অধিকবার বলবে’।[১০]

৫. আল্লাহর নাম মুখস্থ করাঃ আল্লাহর অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। ঈমানের সাথে ঐ নামগুলি মুখস্থ করলে জান্নাত লাভ করা যাবে। মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا **‘আল্লাহর কতক উত্তম নাম রয়েছে। তোমরা সে নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাক’ (আ‘রাফ ১৮০)।**

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلاَّ وَاحِدًا، لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ **‘আল্লাহর নিরানববইটি এক কম একশতটি নাম রয়েছে। যে তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।**[১১]

৬. আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করাঃ মানুষের জীবনের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং তাঁর নিকটে কল্যাণ প্রার্থনা করতে হবে, গোনাহ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে। এক কথায় সর্বদা তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُم **‘তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব’ (মুমিন ৬০)।**

অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন, ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً **‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক বিনয়ের সাথে ও গোপনে’ (আ‘রাফ ৫৫)।**

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان **‘আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তুমি বল আমি নিকটেই রয়েছি। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে’ (বাক্বারাহ ১৮৬)।**

এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَع **‘তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় প্রতিপালকের নিকট যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস প্রার্থনা করে। এমনকি যখন তার জুতার ফিতা ছিড়ে যায়, তাও যেন আল্লাহর নিকট চায়’।**[১২]

৭. ছিয়াম পালন করাঃ ছিয়াম পালন করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْن **‘তোমাদের জন্য ছিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হ’তে পার’ (বাক্বারাহ ১৮৩)।**

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا **‘যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ’তে একশত বছরের পথ দূরে করে দিবেন’।**[১৩]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُوْن **‘জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়ান। ছিয়াম পালনকারী ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না’।**[১৪]

৮. আল্লাহর পথে দান করা: দান-ছাদাক্বা আল্লাহর সন্তোষ লাভের মাধ্যম। এর দ্বারা জান্নাত পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ الله **দান মানুষের সম্পদকে হ্রাস করে না। বরং বান্দাকে ক্ষমা করে এবং তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আর যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উন্নত করেন'।**[১৫] **অন্যত্র তিনি বলেন,**

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِه-

নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে'।[১৬] **তিনি আরো বলেন,** صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّب **'গোপন দান প্রতিপালকের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়'।**[১৭] **এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, গোপন দান এমন এক ইবাদত যা প্রতিপালকের রাগকে মুছে দেয়। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন এবং তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।**

৯. কুরআন তেলাওয়াত করা : কুরআন তেলাওয়াত করলে বহু নেকী রয়েছে। যা জান্নাত লাভের উপায় বটে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَان **কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফিরিশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং কুরআন পড়া তার পক্ষে খুব কষ্টদায়ক হয় তার জন্য দুইগুণ নেকী রয়েছে'।১৮ তিনি আরো বলেন,** إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْن **'এই কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ কোন কোন জাতিকে উন্নত করেন এবং অন্যদের অবনত করেন'।১৯**

আল্লাহ তায়ালা সূরা আর রহমান এর মধ্যে বিস্তারিত;

(৪৬) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان

(৪৮) ذَوَاتَا أَفْنَان

(৫০) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَان

(৫২) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَان

(৫৪) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَان

(৫৬) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان

(৫৮) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان

(৬০) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان

(৬২) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَان

(৬৪) مُدْهَامَّتَان

(৬৬) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَان

জান্নাতের নেয়ামতসমূহ

(৬৮) ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّان

(৭০) ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان

(৭২) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَام

(৭৪) ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان

(৭৬) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَان

[الرحمن: ৭০ ـ ৭৬]

৪৬) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। (৪৮) উভয়ই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। ৫০) উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ; ৫২) উভয় বাগানে আছে প্রত্যেকটি ফলের দুটি প্রকার। ৫৪) তারা হেলান দিয়ে বসবে শয্যার উপর যার আস্তর হবে পুরু রেশমের। দুবাগানের ফল হবে নিকটবর্তী (জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে)। ৫৬) সেখানে থাকবে স্বামীর প্রতি দৃষ্টি সীমিতকারী মহিলাগণ, যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর না কোন জিন। ৫৮) তারা যেন হীরা ও প্রবাল। ৬০) উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? ৬২) এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। ৬৪) ঘন সবুজ এ উদ্যানটি দুটি। ৬৬) এ দুটিতে থাকবে অবিরাম ধারায় উচ্ছলমান দুটি ঝর্ণাধারা। ৬৮) এ দুটিতে থাকবে ফলমূল, খেজুর ও আনার। ৭০) সেই জান্নাতসমূহে থাকবে উত্তম চরিত্রবতী অনিন্দ্য সুন্দরীগণ। ৭২) তারা হূর, তাঁবুতে থাকবে সুরক্ষিতা। ৭৪) যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর না কোন জিন। ৭৬) তারা সবুজ বালিশে ও সুন্দর কারুকার্য খচিত গালিচার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে। (সূরা আর রহমান ৪৬ থেকে ৭৬)

আল্লাহতালা জান্নাতীদের বিভিন্ন নেয়ামত উল্লেখ করে সূরা আত তুরের ১৭ থেকে ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন;

(১৭) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيم

(১৮) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم

(১৯) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون

(২০) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِين

(২১) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِين

(২২) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُون

(২৩) ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيم

(২৪) ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُون

(২৫) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُون

(২৬) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِين

(২৭) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم

[الطور: ১৭_ ২৭]

১৭) মুত্তাক্কীরা থাকবে জান্নাতে আর নিআমাত সম্ভারের মাঝে, ১৮) তাদের রব তাদেরকে যা দিয়েছেন তা উপভোগ করবে, আর তাদের রব তাদেরকে বাঁচাবেন জ্বলন্ত আগুনের আযাব থেকে। ১৯) (তাদেরকে বলা হবে) খাও আর পান কর খুব মজা করে- তোমরা যেআমাল করতে তার প্রতিফল হিসেবে।২০) তারা সারিবদ্ধভাবে সাজানো আসনে হেলান দিয়ে বসবে, আর আমি তাদের বিয়ে দিয়ে দেব সুন্দর বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু বিশিষ্টা কুমারীদের সঙ্গে।২১) আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আমরা তাদের সাথে তাদের সন্তানদের মিলন ঘটাব এবং তাদের কর্মের কোন অংশই কমাব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের ব্যাপারে দায়ী থাকবে। ২২) আমি তাদেরকে দিব ফলমূল আর গোশত যা তারা পছন্দ করবে। ২৩) তারা সেখানে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করবে পানপাত্র, থাকবে না সেখানে কোন বেহুদা বকবকানি, থাকবে না কোন পাপের কাজ। ২৪) তাদের চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা (যারা এতই সুন্দর) যেন সযত্নে লুকিয়ে রাখা মণিমুক্তা।২৫) আর তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, ২৬) তারা বলবে, পূর্বে আমরা আমাদের পরিবারে (দুনিয়াবী নানা কারণে ও আখিরাতের আযাবের আশংকায়) ভয় ভীতির মধ্যে ছিলাম। ২৭) অবশেষে আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আর আমাদেরকে ঝলসে দেয়া বাতাসের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। (সূরা আত-তুর ১৭ থেকে ২৭)

জান্নাতিদের বয়স

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلاَثِينَ أَوْ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِينَ سَنَةً ‏.‏

মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের শরীরে লোম থাকবে না, দাড়ি-গোঁফও থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। তারা হবে ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছরের যুবক।

(জামে আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৫৪৫)

জান্নাতিদের সংখ্যা এবং এই উম্মতের আধিক্যতা

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ ‏"‏

বুরাইদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জান্নাতীদের একশত বিশটি কাতার হবে, তার মধ্যে এই উম্মাতের হবে আশিটি কাতার এবং অন্যান্য সকল উম্মাতের হবে চল্লিশটি।

(সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৪৬)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ . فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ . فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ مَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ . فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالُوا وَأَىُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا Ϭ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

সঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে, “লাব্বাইকা রব্বানা ওয়া সদাইকা” (হে প্রভু! আমরা উপস্থিত)। তিনি বলবেন, তোমরা কি খুশি হয়েছো? তারা বলবে, আমরা কেন খুশি হবো না? আপনি তো আমাদেরকে ঐ সমস্ত জিনিস প্রদান করেছেন যা আপনার আর কোন সৃষ্টিকেই দেননি। তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম জিনিস প্রদান করবো। তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম জিনিস আর কি আছে? তিনি বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার চির সন্তুষ্টি বর্ষণ করছি, এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না।

(সুনানে তিরমিযি হাদীস নং২৫৫৫)

আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ

জান্নাতে মুমিন বান্দার সর্বোত্তম ও অদ্বিতীয় নেয়ামত হলো বান্দা তার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করবে ।প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন;

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ Ϭ إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا Ϭ . ثُمَّ قَرَأَ: (سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমরা এক পূর্ণিমার রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেনঃ তোমাদেরকে খুব শীঘ্রই তোমাদের প্রভুর সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন তোমরা অবাধে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে, যেমনভাবে এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখার মধ্যে কোন রকম সংশয় থাকবে না। তোমরা দুনিয়ার কাজে পরাভূত না হয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায আদায় কর। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ “সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর” (সূরা ক্বাফ ৩৯, সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৫১)

عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) قَالَ Ϭ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا . قَالُوا أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ قَالُوا بَلَى . قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ . Ϭ

সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত; সুহাইব (রাঃ) হতে আল্লাহ্ তাআলার বাণী যারা মঙ্গলজনক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল এবং আরো অধিক

(সূরা ইউনুস ২৬) প্রসঙ্গে বর্ণিত।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পর একজন আহবানকারী (ফেরেশতা) ডেকে বলবেন; তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট আরো প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তারা (জান্নাতীরা) বলবে; তিনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? ফেরেশতারা বলবেন, হ্যাঁ। তারপর পর্দা খুলে যাবে (এবং আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে)। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি মানুষকে তাঁর সাক্ষাতের চেয়ে বেশি পছন্দনীয় ও আকাঙ্খিত কোন জিনিসই প্রদান করেননি।

(সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৫২

আল্লাহ তায়ালার সাথে কথোপকথন

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ . فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ . فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ مَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ . فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالُوا وَأَىُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে, "লাব্বাইকা রব্বানা ওয়া সাদাইকা" (হে প্রভু! আমরা উপস্থিত)। তিনি বলবেন, তোমরা কি খুশি হয়েছো? তারা বলবে, আমরা কেন খুশি হবো না? আপনি তো আমাদেরকে ঐ সমস্ত জিনিস প্রদান করেছেন যা আপনার আর কোন সৃষ্টিকেই দেননি। তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম জিনিস প্রদান করবো। তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম জিনিস আর কি আছে? তিনি বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার চির সন্তুষ্টি বর্ষণ করছি, এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না।
(সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৫৫)

জান্নাতিরা এক অপরকে দেখতে পারবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِي الْغُرْفَةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الشَّرْقِيَّ أَوِ الْكَوْكَبَ الْغَرْبِيَّ الْغَارِبَ فِي الأُفُقِ أَوِ الطَّالِعَ فِي تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَئِكَ النَّبِيُّونَ . قَالَ " بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَأَقْوَامٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; নবী সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; জান্নাতবাসীরা নিজেদের অট্টালিকা (প্রাসাদ) থেকে সম্মান অনুযায়ী পরস্পরকে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা পূর্বাকাশে উদয়াচলে ও পশ্চিমাকাশে অস্তাচলে নক্ষত্রসমূহ দেখতে পাও। তারা প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তারা কি নাবীগণ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! সেসব ব্যক্তিও উচ্চ সম্মানের আসনে থাকবে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করেছে এবং রাসূলদেরকে সত্য বলে স্বীকার করেছে।

(সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৫৬)

হবে। তারা তা খুব সহজেই দ্রুতগামী ঘোড়া ও উটের মতো অতিক্রম করবে এবং এর উপরে তাদের ধ্বনি হবেঃ"সাল্লিম সাল্লিম" (হে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে শান্তিতে রাখো)। জাহান্নামীরা অতিক্রম না করতে পেরে এখানেই থেকে যাবে। তাদের মধ্য হতে একটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং জাহান্নামকে প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? আবার আরেকটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? এভাবে সমস্ত জাহান্নামীকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন দয়ালু প্রভু আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর পা এর উপর রাখবেন এবং এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে যাবে। তিনি বলবেন, যথেষ্ট হয়েছে তো? জাহান্নাম বলবে, হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা যখন জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন"মৃত্যু"-কে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে আনা হবে এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝখানের প্রাচীরে রাখা হবে। তারপর ডেকে বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তারা ভয়ে ভয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর বলা হবে, হে জাহান্নামীগণ! তারাও সুসংবাদ মনে করে শাফাআত লাভের আশায় আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কি একে চিনো? জান্নাতী ও জাহান্নামীরা বলবে, হ্যাঁ আমরা একে চিনে ফেলেছি। এটা"মৃত্যু" যা আমাদের উপর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তারপর মৃত্যুকে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার প্রাচীরের উপর যবেহ করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। এরপর আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! তোমরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, এরপর আর মৃত্যু নেই।

(সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ২৫৫৭)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، يَرْفَعُهُ قَالَ " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الأَمْلَحِ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَلَوْ أَنَّ ، أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حَزَنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَن.

আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু"আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; কিয়ামাত দিবসে মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে সাদা-কালো বর্ণের ভেড়ার আকারে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে যবেহ করা হবে। আর তারা (জান্নাতী ও জাহান্নামীরা) তা দেখতে থাকবে। কেউ যদি আনন্দ-উল্লাসের কারণে মৃত্যুবরণ করতো, তাহলে জান্নাতবাসীরা (এতে আশ্চর্য হয়ে) মারা যেতো। আর কেউ যদি চিন্তা ও দুঃখের কারণে মৃত্যুবরণ করতো তাহলে জাহান্নামীরা (দুঃখ ও ক্ষোভে) মারা যেতো।"

(কেউ যদি মৃত্যুবরণ করতো" এই অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ, যঈফাহ (২৬৬৯), বুখারী, মুসলিম।সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৫৮)

জান্নাতকে কষ্টদায়ক কাজ ও জাহান্নামকে কুপ্রবৃত্তি ও লালসা দিয়ে বেষ্টনী দেওয়া হয়েছে

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুওআলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; জান্নাত দুঃখ-কষ্ট ও শ্রমসাধ্য বিষয় দ্বারা ঘেরা এবং জাহান্নাম কু-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসা দ্বারা ঘেরা।(সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৫৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ

وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا . فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ . قَالَ اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا . فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا . فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا . فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح.

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুওআলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; আল্লাহ্ তা‘আলা জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করার পর জিবরীল (আঃ)-কে জান্নাতের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেনঃ জান্নাত এবং আমি এর মধ্যে জান্নাতীদের জন্য যেসব দ্রব্যাদি সৃষ্টি করে রেখেছি, তুমি সেগুলো দেখে এসো। তিনি বলেনঃ তারপর তিনি জান্নাতে গিয়ে আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্টিকৃত সমস্ত দ্রব্যাদি দেখলেন এবং তাঁর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ! যে কেউ জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রসঙ্গে শুনবে, সে-ই তাতে প্রবেশের চেষ্টা করবে। তারপর তিনি আদেশ করলেন। ফলে কষ্ট-মুসীবাতের বস্তু দ্বারা জান্নাতকে ঘেরাও করা হলো। তিনি জিবরীল (আঃ)-কে পুনরায় বললেনঃ তুমি আবার জান্নাতে প্রবেশ কর এবং জান্নাতীদের জন্য আমার তৈরিকৃত সামগ্রী দেখে এসো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুওআলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তারপর তিনি সেখানে ফিরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তা কষ্ট ও মুসীবাতের বস্তু দ্বারা ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। তিনি আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ! আমার ভয় হচ্ছে যে, এতে কোন ব্যক্তিই যেতে পারবে না। এবার আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে বললেনঃ আমি জাহান্নাম এবং জাহান্নামীদের জন্য যে আযাব তৈরি করে রেখেছি তুমি গিয়ে তা দেখে এসো। তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, এর একাংশ অন্য অংশের উপর চড়াও হচ্ছে (একটি অন্যটিকে গ্রাস করছে)। তিনি তা দেখার পর আল্লাহ্ তা‘আলার সামনে ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ! যে ব্যক্তি এর বর্ণনা শুনবে সে এতে প্রবেশ করবে না। তারপর তাঁর নির্দেশে জাহান্নামকে লোভ-লালসা দ্বারা ঘিরে ফেলা হলো। এবার জিবরীল (আঃ)-কে তিনি বললেনঃ তুমি আবার সেখানে যাও (এবং তা দেখে এসো)। তিনি সেখানে আবারো গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের কসম! আমার তো ধারণা হচ্ছে যে, কেউই এই থেকে মুক্তি পাবে না, সকলেই এতে প্রবেশ করবে।

(সুনানে তিরমিযি হাদিস নং ২৫৬০)

উপসংহার

জান্নাত আল্লাহ তায়ালার এমন নেয়ামত তাকে আল্লাহ তায়ালার সর্বপ্রাকার নেয়ামত দিয়ে পূর্ণ করে প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার নেয়ামত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন;

ان تعدوا نعمة الله لا تحصواها

যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গননা করতে চাও তাহলে তা গননা করে শেষ করবে পারবে না। সুতরাং চিন্তা করার বিষয় সামান্য এই দুনিয়ায় নেয়ামত ই গগনা করে শেষ না করা যায় তাহলে থেকে কমপক্ষে দশগুন বড় জান্নাতের নেয়ামত গননা করা সম্ভব কিভাবে সম্ভব হবে?। এমনকি চিন্তা ও ধরনা করার পরিধী ও মানুষের নেই।তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন;

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍجَزَآءًمبِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ}.قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُرَّاتِ أَعْيُنٍ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন; আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তুরাজি তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন ব্যক্তির মন কল্পনা করেনি। এসব ছাড়া যা কিছুই তোমরা দেখছ, তার কোন মূল্যই নেই। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন, কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন তৃপ্তিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পারিতোষিক হিসেবে।

(আ.প্র. ৪৪১৬, ই.ফা. ৪৪১৮, সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৭৮০)

আসলে বিষয়টি যদি আমারা দুনিয়ার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝি তাহলে অনুধাবন করতে সহজ হবে ব্যবসায়ীরা যেহেতু তাদের মনে সর্বদাই মুনাফা লাভের আশা রাখে যদি কোন পন্যের সেম্পল বা নমুনা দেখে বুঝতে পারে যে এই পন্যে তার বিশাল মুনাফা অর্জন হবে তাহলে কিন্তু সে পন্যের প্রতিটা অংশ দেখার প্রয়োজন মনে করে না বরং যত দ্রুত সম্ভব তা ক্রয় করে নেয়।ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের প্রতিটি মুসলমানের যেহেতু জান্নাতে প্রবেশের সীমাহীন আশা রয়েছে তাই আল্লাহ তায়ালা নমুনা স্বরুপ কিছু নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন যেন আমাদের অন্তরে জান্নাত প্রাপ্তির আশা আরো বেড়ে যায় এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য বেশী বেশী নেক আমল করি ।আর জান্নাতের বাস্তব বর্ণনা জান্নাতই।জান্নাতে প্রবেশ করা ব্যতীত তার পুরোপুরি পরিচয় দেওয়া সম্ভব নেই।

তেমনিভাবে সূরা বনী ইসরাইলের ১৭-১৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন;

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

[الإسراء: **১৭**

১৮ :مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا [الإسراء

উপরোক্ত আয়াত গুলো দ্বারা বুঝা যায় পূর্ণ সফলতা বা জান্নাতের অর্জনের জন্য যে ইবাদাতই করা হবে তা অবশ্যই বান্দা পাবে। এতে সামান্য পরিমাণ ও সন্দেহ করার সুযোগ নেই । পক্ষান্তরে দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে কিছু করলে প্রথমত তার লাভবান না হওয়ার ওআশংকা আছে। দ্বিতীয়ত যদি সফলতা থাকেও তাহলে তার আকাঙ্খা পূরণ হওয়ার কোন গ্যারন্টি নেই বরং আল্লাহ তায়ালা যতটুকু চান ততটুকু পাবে । সুতরাং বুদ্ধমান ব্যক্তিতো সম্ভাব্য কোন সফলতাকে নিশ্চিত ,স্থায়ী,ও পূর্ন সফলতার উপর প্রাধান্য দিতে পারে না ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে বেশী বেশী নেক আমল করার তাওফীক দান করেন এবংপ্রকৃত মুমিন মুত্তাকি হওয়ার তাওফীক দান করেন। সর্বদা যেন দ্বীনের খেদমত ও দ্বীনী ফিকির নিয়ে চলার তাওফীক দান করেন। নিজের আমলকে সুন্দর করা তাওফীক দান করেন। মৃত্যুর পরে আমাদের সবাইকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন

তথ্যসূত্রঃ

[১]. বুখারী হা/৩২৪৪; মুসলিম হা/১৮৯; মিশকাত হা/৫৬১২।

[২]. বুখারী হা/৬৫৬৮।

[৩]. তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৫৬৫০, সনদ ছহীহ।

[৪]. তিরমিযী হা/২৫২৬, সনদ ছহীহ।

[৫]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১।

[৬]. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩২২।

[৭]. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৮।

[৮]. মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৫।

[৯]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৬।

[১০]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৭।

[১১]. বুখারী হা/৬৪১০; মুসলিম হা/২৬৭৩।

[১২]. তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫১, সনদ হাসান।

[১৩]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৫৩।

[১৪]. **মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৭।**

[১৫]. **মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৮৯।**

[১৬]. **সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪।**

[১৭]. **সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৪০।**

[১৮]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২।

[১৯]. মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৫; বাংলা মিশকাত হা/২০১৩।

[২০]. (**কোরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন গ্রন্থ**)

মৌকারা দারুচ্ছুন্নাত নেছারীয়া কামিল মাদ্রাসা

Assignment Prepared by-

Farjana Yesmin Mitu

Batch-201
Roll no.- 20102220
Islamic online Madrasah
Address: Shaghata,Gaibandha
Phone-01723836933